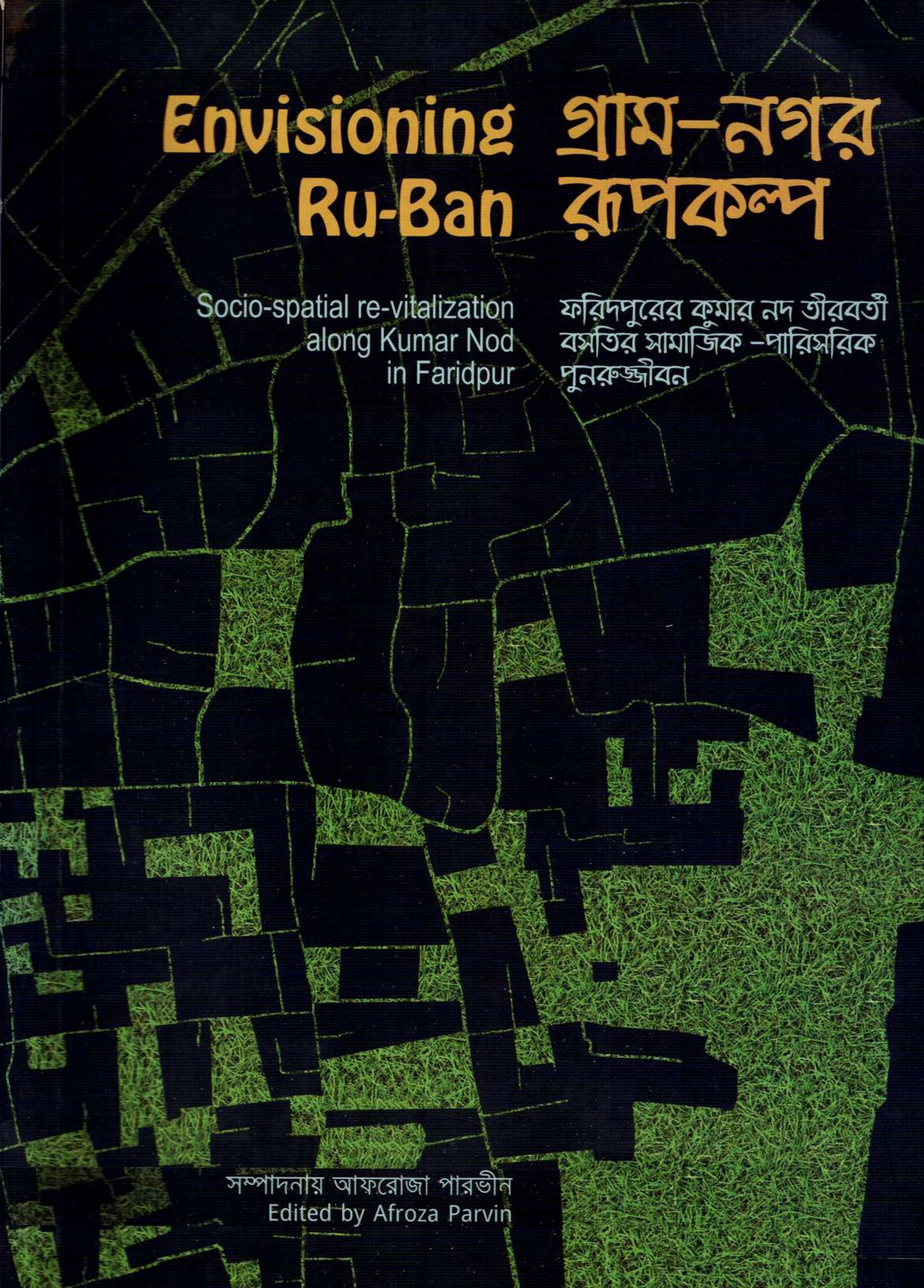

Envisioning Ru-Ban

গ্রাম-নগর রূপকল্প

Socio-spatial re-vitalization
along Kumar Nod
in Faridpur

ফরিদপুরের কুমার নদ তীরবর্তী
বসতির সামাজিক -পারিসরিক
পুনরুজ্জীবন

সম্পাদনায় আফরোজা পারভীন
Edited by Afroza Parvin

2017-2018
Envisioning Ru-Ban
Socio-spatial re-vitalization along Kumar Nod in Faridpur

উৎসর্গ

সেই সব শিক্ষার্থীর জন্য-
যারা প্রচলিত বিশেষজ্ঞ জ্ঞান প্রত্যাখ্যান করে
লোকজ জ্ঞানে নিজেদের সমৃদ্ধ করেছে

Dedication

To those graduate students at ArchKU
who shaped this book by learning from local knowledge and
refusing to recognize the traditional expert-driven knowledge

গ্রাম-নগর রূপকল্পঃ ফরিদপুরের কুমার নদ তীরবর্তী বসতির সামাজিক পারিসরিক পুনরুজ্জীবন
Envisioning 'Ru-Ban': Socio-Spatial Re-vitalization along Kumar Nod in Faridpur

Published in 2019
by

Cover Design : Abu Towab Md. Shahriar
প্রচ্ছদ নকশা : আবু তোয়াব মোঃ শাহ্‌রিয়ার

Interior Design : Authors
অভ্যন্তরীণ নকশা : লেখক

Printing : Procharoni Printing Press, Khulna, Bangladesh.
e-mail: anckurpro@gmail.com

ISBN : 978 984 34 7319 6

Envisioning Ru-Ban

গ্রাম-নগর রূপকল্প

Socio-spatial re-vitalization along Kumar Nod in Faridpur

ফরিদপুরের কুমার নদ তীরবর্তী বসতির সামাজিক -পারিসরিক পুনরুজ্জীবন

সম্পাদনায় আফরোজা পারভীন
Edited by Afroza Parvin

শ ম রেজাউল করিম
মন্ত্রী
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বাণী

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার পর থেকে পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে দেশের পরিকল্পিত নগরায়নসহ গ্রামাঞ্চলে নাগরিক সুবিধা সম্প্রসারণে আর্থ-সামাজিক গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে গ্রামে নাগরিক সুবিধা প্রদানের উপায় নিরূপণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

গ্রামীণ উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি বর্তমান সরকারের কেন্দ্রীয় দর্শন হিসেবে বিবেচিত। ফলশ্রুতিতে প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার 'আমার গ্রাম-আমার শহর' স্লোগানটি সেই দর্শনেরই বাস্তব প্রতিফলন। নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত "Envisioning 'Ru-Ban': Socio-Spatial Re-vitalization along Kumar Nod in Faridpur" শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রমটি বর্তমান সরকারের গ্রামীণ উন্নয়নের দর্শন বাস্তবায়নের এক উল্লেখযোগ্য যুগোপযোগী সোপান।

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত গবেষণা কার্যক্রমসমূহ "সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ" বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি মনে করি। আমি নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের এ ধরণের উদ্ভাবনী কার্যক্রমকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

MESSAGE

Urban Development Directorate (UDD) under Ministry of Housing and Public Works is playing a significant role to device means and ways for planned urbanization including extending civic services and facilities in rural areas through proper planning and conducting socio-economic researches as well.

Rural development and prosperity are considered as the main vision of the present government. Framing of political will in terms of a clearly defined philosophical statement: "My Village-My Town" in the election manifesto of the present government is the realistic reflection of such vision. The research entitled "Envisioning 'Ru-Ban:' Socio-Spatial Re-Vitalization along Kumar Nod in Faridpur" conducted by Urban Development Directorate is a significant timely application of the philosophy of rural development of the present government.

I believe that the research activities conducted by Urban Development directorate would contribute to build "Bangladesh on the march towards prosperity." I welcome such innovative approaches of Urban Development directorate and also expect the gradual enrichment of the Urban Development Directorate.

(শ ম রেজাউল করিম এমপি)

সচিব
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর তার উপর ন্যাস্ত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে নিয়মিত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে জেনে আমি আনন্দিত। সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়কে সম্পৃক্ত করে তাদের সহযোগিতায় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করার উদ্যোগ গ্রহণ করার ফলে দেশের নগর, অঞ্চল ও গ্রামীণ উন্নয়ন পরিকল্পনায় এক নবদিগন্তের উন্মোচন হয়েছে। এ জন্য অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সংশ্লিষ্টদের মন্ত্রাণালয়ের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নিত্য নতুন ধ্যান-ধারণা প্রবর্তন ও পরিকল্পনায় তার বাস্তবমুখী প্রতিফলনে এ ধরনের উদ্ভাবনী কর্মকান্ডের ভূমিকা অপরিসীম।

জন্মলগ্ন থেকেই নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর দেশের ছোট, বড়, মাঝারি শহর, নগরবন্দর ও শিল্প এলাকা সমূহের ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রনয়নসহ নগর ও গ্রামের সুষম উন্নয়নে এর ভৌত ও আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো সুবিধাধির পরিকল্পিত দিক নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে দেশের আপামর নগর ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উক্ত কর্মকান্ডে নতুন মাত্রা যোগ করছে।

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক স্থাপত্য ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যৌথভাবে সম্প্রতি পরিচালিত "Envisioning 'Ru-Ban:' Socio-Spatial Re-vitalization along Kumar Nod in Faridpur" শীর্ষক গবেষণাটি সংস্থাটির প্রগতিশীল কর্মকান্ডের এক গুরুত্বপূর্ন অংশ। এ ধরনের গবেষণা কর্মকান্ড দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের নবদিগন্তের উন্মোচন করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করছি। তাই এ গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

MESSAGE

I am delighted to know that Urban Development Directorate is conducting research activities regularly as part of its Allocation of Function. It has taken initiative to conduct research in collaboration with various universities. This has unveiled a new avenue of planning of urban, regional and rural development in Bangladesh. I convey my compliment to all officers, staffs and other related persons in this respect. These sort of innovative approaches are very important for growing socio-economic development of Bangladesh. Reflection of the outcome of such researchers play significant role on the practical application in the planning process.

Urban Development Directorate, from its inception, has been playing a significant role directly and indirectly on uplifting the quality of life of urban and rural population of the country through preparing land use plan for small, medium and large cities, urban port and industrial areas, and also through providing proper guidelines for physical and socio-economic infrastructures including basic services and facilities for balanced development of urban and rural areas. Pragmatic researches have been adding a new dimension to this end.

The research entitled "Envisioning 'Ru-Ban': Socio-Spatial Re-Vitalization along Kumar Nod in Faridpur" conducted by Urban Development Directorate in collaboration with Architecture Discipline, Khulna University is an important part of progressive initiative of Urban Development Directorate. I expect this kind to innovative research would open up an avenue to the socio-economic development of the country.

(Md. Shahid Ullah Khandaker)

বাণী

"কাউকে পশ্চাতে রেখে নয়" এই নীতি অনুসরন করে জাতিসংঘ ঘোষিত "এজেন্ড ২০৩০" এর "টেকসই উন্নয়নে অভীষ্ট ১১: অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, অভিঘাতসহনশীল এবং টেকসই নগর ও জনবসতি গড়ে তোলা" অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ভুক্ত এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় উন্নয়ন কৌশল "রূপকল্প ২০২১" এবং রূপকল্প ২০৪১" প্রণীত হয়েছে। বর্তমান সরকারের ভিশন "আমার গ্রাম-আমার শহর"এ যার বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর এই টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট অর্জনের লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের ভিশন বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্য পূরণে সর্বাগ্রে প্রয়োজন বিভিন্ন উদ্ভাবনী গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে গতানুগতিক উন্নয়নের ধারা থেকে বের হয়ে নিত্য নতুন প্রগতিশীল উন্নয়নের ধারায় উত্তরণ। এই উদ্দেশ্য সাধনে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যৌথভাবে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে, যার অংশ হিসেবে ২০১৭ সালে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য ডিসিপ্লিনের সাথে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের প্রেক্ষিতে যৌথভাবে বিভিন্ন উদ্ভাবনী গবেষণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই গবেষণা কর্মকান্ডের স্বার্থক রূপায়ন এই "গ্রাম-নগর রূপকল্প: ফরিদপুরের কুমার নদ তীরবর্তী বসতির সামাজিক-পারিসরিক পুনরুজ্জীবন" শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদন। চিরায়ত গ্রামীন জীবনধারাকে সমুন্নত রাখার দর্শনকে বিবেচনায় নিয়ে প্রেক্ষিত সংবেদনশীল যথাযথ পরিকল্পনা ও বিন্যাসের তত্ত্ব, পন্থা ও প্রক্রিয়া অন্বেষণ করে, তার আলোকে একটি কর্মএলাকার নকশা ও বিন্যাস প্রণয়নের মাধ্যমে ভবিষ্যতের জন্য সম্ভাব্য দিক নির্দেশনা দেয়া এই ফলিত গবেষণার মুখ্য উদ্দেশ্য।

গবেষণাটি স্বার্থকভাবে সম্পন্ন করার জন্য খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য ডিসিপ্লিনের সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রী ও নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

ভবিষ্যতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যৌথভাবে গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে নগর ও গ্রামীণ পরিকল্পনায় নতুন দিগন্তের উম্মোচন হবে বলে আমি আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

পরিচালক
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

MESSAGE

Government of Bangladesh has framed "Vision 2021" and "Vision 2041" to uplift the status of Bangladesh as Middle Income Country by the year 2021 and as Developed Country by the year 2041 through achieving "Sustainable Development Goal 11: Sustainable Cities and Communities" of Agenda 2030 of the United Nations following the principle "No one will be left behind". This commitment has been rightly reflected in the vision of present government, "My Village-My Town". Urban development Directorate (UDD) under the Ministry of Housing and Public Works is working ceaselessly to achieve the Sustainable Development Goal. First of all, it is necessary to take-off into new progressive trend of development for the traditional way of development path through conducting various innovative research activities. Recently, UDD is conducting various such innovative research works jointly with various universities to achieve this objective. As part of such activity, UDD is conducting research activities with Architecture Discipline, Khulna University under a 'Memorandum of Understanding' signed between UDD and Architecture Discipline, Khulna University in 2017.

The recently completed research work entitled "A Envisioning Ru-Ban: Socio-Spatial Re-vitalization along Kumar Nod in Faridpur" is a Successful reflection of such joint research activities. To explain the potential new planning and design model, approach and process towards sustainable and context-sensitive settlement planning and to provide with the planning guideline through appraise with the conventional planning approach and process towards this notion.

I convey my heartiest thank to all concerned teachers and students of Architecture Discipline, Khulna University and officials of UDD for successful completion of the research work. I expect that a new era would be opened up in urban and rural planning by conducting various research works jointly with different universities in future.

(Dr. Khurshid Zabin Hossain Taufique)

কৃতজ্ঞতা

এই বইয়ের ভাবনা অঙ্কুরিত হয়েছিল ২০১০ সালে, স্থাপত্য বিভাগে, আমার স্নাতক চতুর্থ বর্ষের স্থাপত্য অংকন শালার শিক্ষার্থীদের একটি প্রশ্নের উত্তর খোঁজার মধ্য দিয়ে। তারা জানতে ছেয়েছিল - কেমন করে গ্রাম এর নকশা করব? আমার তাৎক্ষনিক উত্তর ছিল - "প্রশ্নের মধ্যেই উত্তর নিহিত আছে - গ্রাম নকশা করার কিছু নেই, কিন্তু কেমন করে নকশা করতে হবে তার সকল জ্ঞানই গ্রথিত আছে গ্রামে।" তার পর, প্রায় এক দশকের পথপরিক্রমায়, গ্রামীণ স্থাপত্য ও পরিকল্পনার উপর গবেষণা, বক্তৃতা, ও অঙ্কন শালা পরিচালনার মধ্য দিয়ে অর্জিত ধারনা ও জ্ঞান এই উত্তরের মর্মকথা অনুধাবন করতে সহায়তা করেছে। এই উপলব্ধির ফসল প্রেক্ষিত সংবেদনশীল গ্রামকেন্দ্রিক পরিকল্পনা ও নক্সা দর্শন, ও এই দর্শনের আলোকে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য বিভাগের স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অঙ্কন শালা - ২০১৮ পরিচালনা। এই অঙ্কন শালা পরিচালনায় বাংলাদেশ সরকারের গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর এর সার্বিক সহযোগিতা (বুদ্ধিবৃত্তিক, পেশাগত , এবং মাঠ গবেষণা ও প্রকাশনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ও রসদ) এই গ্রামকেন্দ্রিক পরিকল্পনা ও নক্সা দর্শন এর আলোকে প্রস্তাবিত 'গ্রাম-নগর' ভাবনাকে এই বইয়ে রূপদানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আমি গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, ও এই দুই প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

প্রেক্ষিত সংবেদনশীল গ্রামকেন্দ্রিক পরিকল্পনা ও নক্সা দর্শন এর আলোকে স্থাপত্য বিভাগের স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অঙ্কন শালা পরিচালনায় নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরকে সাথে নিয়ে কাজ করার মূল উপজীব্য ছিল - আবহমান গ্রাম-বাংলার অন্তর্নিহিত স্থাপত্য ও পরিকল্পনার গুনগত মানের যথার্থতা উপলব্ধি। এই উপলব্ধি তৈরিতে ডঃ খুরশীদ জাবিন হোসেন তৌফিক, পরিচালক, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর এর মেধা ও পেশাগত অভিজ্ঞতাজাত বিশেষজ্ঞ-পরামর্শ ও উৎসাহ অতুলনীয় ভূমিকা রেখেছে। আমি এই প্রজ্ঞাবান ও দূরদর্শী পথপ্রদর্শকের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ ও ঋণী জনাব কাজী মোঃ ফজলুল হক, জ্যেষ্ঠ পরিকল্পনাবিদ, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর এর প্রতি, যিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে যেকোনো প্রশাসনিক, পেশাগত, এবং মাঠ-গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় রসদ সংক্রান্ত বিষয়ে সার্বিক সহায়তা প্রদান করেছেন।

আমাদের ব্যাং ফ্লি পুরাতন বাজার জরিপের সময় অসাধারন সহযোগিতার জন্য আমি ব্যাং ফ্লি জেলা, সামুতপ্রাকান প্রদেশ, থাইল্যান্ড এর মেয়র, উপ মেয়র এবং জেলা অধিদপ্তরের সকল কর্মীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই থানাই সিংসমের নাম, যিনি আমাদের জরিপের পুরোটা সময় ধরে আমাদের সাথে থেকে এবং দোভাষীর কাজ করে সাহায্য করেছেন।

বিশেষ ধন্যবাদ ফরিদপুর পৌরসভার পরিকল্পনাবিদ আবু বকর সিদ্দিক এবং তার দলকে জরিপের কাজে সার্বিক সহায়তার জন্য। এছাড়াও যাদের কথা না বললেই নয়, স্থানীয় বাজার সমিতি, কুমার নদ পাড়ে বসবাসকারী স্থানীয় সাধারন মানুষ এবং অবশ্যই তাঁরা খা- কুমার নদের সর্বশেষ মাঝি।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য বিভাগে আমার সহকর্মীবৃন্দ - অধ্যাপক মাহফুজ-উদ দারাইন, বিভাগীয় প্রধান, অধ্যাপক শেখ সিরাজুল হাকিম, স্নাতকোত্তর কোর্স সমন্বয়কারী, ও সহযোগী অধ্যাপক শেখ কবির আহমেদ, প্রাক্তন স্নাতকোত্তর কোর্স সহ-সমন্বয়কারী, এই বই প্রকাশনার প্রতিটি পর্যায়ে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান করেছেন। আমি তাদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এই বই এর আসল কারিগর 'স্নাতকোত্তর অঙ্কন শালা - ২০১৮' এর সপ্নবাজ ও পরিবর্তন-উন্মুখ শিক্ষার্থীবৃন্দ, যারা গ্রামীণ সাধারণ মানুষের অসাধারণ জ্ঞান ও পরিকল্পনা সক্ষমতাকে তথাকথিত বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের থেকে অধিকতর প্রেক্ষিত সংবেদনশীল ও যথাযথ মনে করে। নেতৃত্বগুণ সম্পন্ন এই প্রতিবেশ-বন্ধুদের কাছে আমি যা শিখেছি তা আমাকে যারপরনাই সমৃদ্ধ করেছে। আমি তাদের কাছে চির-ঋণী ।

পরিশেষে, গভীর ভালবাসা ও আন্তরিক ধন্যবাদ রইল সেইসব স্নাতক-শিক্ষার্থীদের জন্য যাদের প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতে এই বইয়ের উপাদান গুলোর উৎসের সন্ধান পেয়ে গেছি।

Acknowledgment

This book began in 2010 when the undergrad students from my fourth-year design studio of Architecture Discipline, Khulna University (ArchKU), knocked on my door with a question – *how to design a village?* I replied – *"The answer, my friend, is blowin' in the question itself – there is nothing to design a village, but there is everything to learn from about how it is designed"*. Explanation of this response resulted in a series of design-research studios, seminars, lectures, and theses (both undergraduate and postgraduate levels) that I have conducted for the last ten years. The explanations got the shape of a village-centric design philosophy, and eventually a book, through comprehensive collaboration between the International Design Studio of Master of Science in Human Settlements (MScHS) program at ArchKU and the Urban Development Directorate (UDD), Ministry of Housing and Public Works in the form of technical, professional, intellectual, and financial supports. I hence would begin with my note of appreciation to UDD and all concerned personnel who have been more than team members throughout the making of this book. The basis of ArchKU-UDD collaboration was the common belief that, rural settlements of Bangladesh are the best examples of sustainable human habitat, living laboratories to learn "how to design settlements". The intellectually driven practical and contextual insights of Dr. Khurshid Zabin Hossain Taufique, Director, UDD has been the source of inspiration in reinforcing this belief. I owe my deepest appreciations to this mentor for his unparalleled contributions to make the journey from abstract theoretical conceptions to real-life planning exercise. Sincerest gratitude is due for Mr. Quazi Md. Fazlul Haque, Senior Planner, UDD for his enthusiastic support in administrative, technical, and pragmatic matters whenever required.

I owe my thanks to the Mayor Dr. Pattanapong Chongrukdee and the Deputy Mayor Mr. Chaoam Sungtong of Bang Phli district, Samut Prakan province, Thailand and the whole official team of district office as well for their tremendous cooperation during our survey in Bang Phli old market. And I want to mention specially Cpl. Thanai Singshom, a police man, acted as our local guide and interpreter during our survey.

Special thanks to planner of Faridpur municipality Abu Bakar Siddique and his team for arranging several meetings and guided us for survey. I want to give my heartfelt thanks to the local Bazar committee, neighbors near Ghatla, local people, Tara Kha- the last boat man of Kumar Nod, and passerby of Kumar Nod, Faridpur Sadar Upazila.

I am thankful to my colleagues at ArchKU - Professor Kh. Mahfuz-ud-Darain, Head, ArchKU, Professor Sheikh Serajul Hakim, Coordinator of MScHS program, and Associate Professor Sk. Kabir Ahmed, former Co-Coordinator of MScHS program who have provided with sincere administrative and technical support whenever required.

The contributors of this book are the future leaders. They value people-driven local knowledge over expert-driven traditional knowledge, that has shaped the foundation of this context-sensitive form of knowledge. I owe these change makers for the learning I got from them.

Finally, I express my deepest gratitude to that undergrad students, whose questioning enlightened the journey of translational communication of my ideas in the form of a book.

মুখবন্ধ

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ এর আলোচ্য সূচি ১১ অর্জনের লক্ষ্যে 'আমার গ্রাম আমার শহর' এই দর্শনের আলোকে গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সকলের জন্য সংবেদনশীল বসতি বিনির্মাণের রাজনৈতিক অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। জাতীয় উন্নয়ন কৌশল 'রূপকল্প ২০২১ এবং রূপকল্প ২০৪১' এর অনুগামী এই বসতি উন্নয়ন দর্শন ব-দ্বীপীয় কৃষিভিত্তিক সমাজের প্রকৃতি সমন্বিত বসতির স্বকীয়তা সমুন্নত রেখে আধুনিক সুযোগ সুবিধাদি সন্নিবেশিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। এই উন্নয়ন দর্শন মূলত গ্রামীণ জীবনধারার নিঃশর্ত মায়া মমতায় ঘেরা মর্যাদা পূর্ণ সুখী জীবনের যথার্থতা উপলব্ধিজাত। এরই ধারাবাহিকতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রানালয়ের অধীন নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর উপজেলা ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছে। এই কাজের অংশ হিসাবে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য বিভাগে স্নাতকোত্তর অঙ্কনশালাকে সাথে নিয়ে 'গ্রাম-নগর রূপকল্পঃ ফরিদপুরের কুমার নদ তীরবর্তী সামাজিক পারিসরিক বসতির পুনরুজ্জীবন' এই শিরোনামে একটি ফলিত গবেষণা পরিচালিত করে। এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রেক্ষিত সংবেদনশীল যথাযথ পরিকল্পনা ও বিন্যাসের তত্ত্ব, পন্থা ও প্রক্রিয়া অন্বেষণ করা এবং তার আলোকে একটি কর্ম এলাকার নকশা ও বিন্যাস প্রণয়নের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতের জন্য সাম্ভাব্য দিক নির্দেশনা উপস্থাপন করা। স্নাতকোত্তর অঙ্কনশালা 'আমার গ্রাম আমার শহর' এই রাজনৈতিক দর্শনের - 'সকল গ্রাম শহর হবে' মর্মে প্রচলিত সরলীকরণের পরিবর্তে চিরায়ত গ্রামীণ জীবনধারাকে সমুন্নত রাখার দর্শন হিসাবেই গ্রহণ করেছে। এই অবস্থান থেকে প্রচলিত পরিকল্পনা পন্থা ও প্রক্রিয়ার নির্মোহ মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে গ্রামীণ বসতিতে তার প্রয়োগের যথার্থতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পাশাপাশি হাতে কলমে সংশ্লিষ্ট কর্ম এলাকায় অন্তর্নিহিত পরিকল্পনা ও বিন্যাস সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে মাঠ গবেষণা সম্পন্ন করা হয়েছে। এই তথ্য ও জ্ঞানের আলোকে গ্রাম-নগর তত্ত্বটি গঠন করা হয়েছে। ধারনাগত দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রাম-নগর তত্ত্ব প্রচলিত গ্রাম ও নগরের বিভাজন দূর করে এমন বসতির রূপকল্প গঠন করে যেখানে মানব বসতিকে সাংস্কৃতিক ভূপরিসর হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রাম-নগর তত্ত্ব বিশেষজ্ঞ প্রণীত উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া পরিকল্পনার পরিবর্তে চিরায়ত গ্রামীণ বসতির অন্তর্নিহিত পরিকল্পনার পুনরুজ্জীবন পন্থাকে যথাযথ মনে করে। প্রায়োগিক দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রাম-নগর তত্ত্ব ত্রি মাত্রিক পরিকল্পনা প্রক্রিয়া প্রস্তাব করে, যা স্থানীয় সামাজিক-পারিসরিক বিন্যাস জাত জ্ঞান সমৃদ্ধ; মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক দ্বারা পরিচালিত; এবং চিরায়ত ভূমি-জল-গাছপালা সমন্বিত সহজাত বসতি বিন্যাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই কাঠামোর উপর ভিত্তি করে প্রেক্ষিত সংবেদনশীল মানব বসতি পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে গ্রাম-নগর তত্ত্ব সামাজিক সংবেদনশীল, সাংস্কৃতিক মর্যাদাপূর্ণ এবং পরিবেশ বান্ধব উন্নত জীবনধারা নিশ্চিত করে।

Abstract

Regarding the 2030 Agenda for Sustainable Development in general, and SDG 11 (Sustainable Cities and Communities) in particular, the honorable Prime Minister of Bangladesh, has framed her political will in terms of a clearly defined philosophical statement: *"My Village-My Town"*. This statement is an explicit expression of her national development strategies: "Vision 2021" and "Vision 2041", that focus on facilitating the rural-urban continuum without disrupting the nature-integrated settlement pattern of the deltaic agrarian society, where unconditional love and affection shape the happy and dignified rural way-of-life. In this line, the Urban Development Directorate (UDD), a concerned government agency, has already initiated research and projects on preparation of development plans for its urban and rural territories (*Upazilas*). As part of this initiatives, UDD, in collaboration with the "International Design Studio" of Master of Science in Human Settlements (MScHS), port-graduate program of Architecture Discipline, Khulna University, has conducted a design-research, titled *"Envisioning Ru-Ban: Socio-Spatial Re-vitalization along Kumar Nod in Faridpur"*, with an aim to explore potential planning and design model, approach and process towards sustainable and context-sensitive settlements planning. The design-research conceptualizes the notion of *"My Village-My Town"* not as a mere strategy to transform the 'villages' into so called 'cities', but, as a vision towards upholding the 'rural' 'way-of-life' through providing necessary infrastructures, services and facilities towards improved communication, strong social cohesion, folk-cultural ambience, sound health, quality education, comfortable living, and diversified livelihood options. With this conceptualization, the design-research has appraised the conventional planning approach and process with regard to their scope and limitation to materialize this notion. It has then investigated the 'social-spaces' as the container of planning and design issues and features embedded into the everyday lived experiences of the people. Based on the insights developed from the review and field investigations, the research outcome proposed a new approach to human settlement planning, called – "Ru-Ban". *Conceptually*, Ru-Ban, stands for the mingling of the notion of 'Rural' and 'Urban', as a single dynamic entity of the existing 'social-cultural-environmental' landscape of human habitat, through questioning the rural-urban divide, from a 'cultural landscape' perspective. *Theoretically*, Ru-Ban suggests 're-vitalization' of the settlements based on the embedded 'autonomous' socio-spatial planning (done by the local people since habitation started), instead of top-down expert-led planning. While *technically*, Ru-Ban suggests a planning process informed by the existing 'social-space-system'; driven by existing 'human-environment' relationship; and articulated through transformative planning of existing 'land-water-plant' integrated organic settlements. With these framework, 'Ru-Ban' envisions a new pathway of context-sensitive human settlements planning towards socially sustainable, culturally dignified, and environmentally friendly 'quality of life'.

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায় - ভূমিকা ০২ - ১০
আব্দুল্লাহ্ আল জুবায়ের ইভান, আবু তোয়াব মোঃ শাহ্রিয়ার, লায়লা সিদ্দিকা

দ্বিতীয় অধ্যায় -মানব বসতি উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে দেশজ ধারনা ১২ - ২২
আবু তোয়াব মোঃ শাহ্রিয়ার, লায়লা সিদ্দিকা, আব্দুল্লাহ্ আল জুবায়ের ইভান

তৃতীয় অধ্যায় - মানব বসতি উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে ভাবনাগত অবস্থান ২৪ - ৪০
আবু তোয়াব মোঃ শাহ্রিয়ার, আরিফা হোসেন মনি, লায়লা সিদ্দিকা, আব্দুল্লাহ্ আল জুবায়ের ইভান

চতুর্থ অধ্যায় - স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র থেকে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ ৪২ - ৮২
লায়লা সিদ্দিকা, আরিফা হোসেন মনি, আবু তোয়াব মোঃ শাহ্রিয়ার, আব্দুল্লাহ্ আল জুবায়ের ইভান,
তানভীর আহমেদ ওপল, সামিয়া ইসলাম

পঞ্চম অধ্যায় - গ্রাম-নগর বসতি রূপকল্পঃ একটি প্রেক্ষিত সংবেদনশীল তত্ত্ব ৮৪ - ১০২
আফরোজা পারভীন

ষষ্ঠ অধ্যায় - কুমার নদ তীরবর্তী বসতির সামাজিক-পারিসরিক পুনরুজ্জীবন ১০৪ - ১৫৮
আরিফা হোসেন মনি, আবু তোয়াব মোঃ শাহ্রিয়ার, লায়লা সিদ্দিকা, আব্দুল্লাহ্ আল জুবায়ের ইভান,
তানভীর আহমেদ ওপল, সামিয়া ইসলাম

সপ্তম অধ্যায় - সংবেদনশীল গ্রাম-নগরের জন্য সামাজিক মেলবন্ধনের স্থান ১৬০ - ১৬৮
লায়লা সিদ্দিকা, আব্দুল্লাহ্ আল জুবায়ের ইভান, আবু তোয়াব মোঃ শাহ্রিয়ার

তথ্য সূত্র ১৭১

Contents

Chapter 01 Introduction **02 -10**
Abdullah Al Zubaer Evan, Abu Towab Md. Shahriar, Laila Siddiqua

Chapter 02 Contextual Understanding of Human Settlement Development Planning 12 - 22
Abu Towab Md. Shahriar, Laila Siddiqua , Abdullah Al Zubaer Evan

Chapter 03 Positioning Thoughts on Human Settlement Planning **24 - 40**
Abu Towab Md. Shahriar, Arifa Hossain Moni, Laila Siddiqua , Abdullah Al Zubaer Evan

Chapter 04 Learning from the International and Local Areas **42 - 82**
Laila Siddiqua, Arifa Hossain Moni, Abu Towab Md. Shahriar, Abdullah Al Zubaer Evan, Tanvir Ahmed Opal, Samia Islam

Chapter 05 Envisioning Ru-Ban Settlements : A Contextual Model **84 - 102**
Afroza Parvin

Chapter 06 Socio-spatial Revitalization along Kumar Nod in Faridpur **104 - 158**
Arifa Hossain Moni, Abu Towab Md. Shahriar, Laila Siddiqua, Abdullah Al Zubaer Evan, Tanvir Ahmed Opal, Samia Islam

Chapter 07 Social spaces for Sustainable Ru-Ban **160 - 168**
Laila Siddiqua , Abdullah Al Zubaer Evan, Abu Towab Md. Shahriar

List of References **171**

প্রথম অধ্যায়
Chapter One

ভূমিকা
Introduction

১ ভূমিকা

১.১ নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপত্য শাস্ত্রের অংশগ্রহণমূলক সহযোগিতার পটভূমি ০৬

১.২ একনজরে মানব বসতি উন্নয়ন পরিকল্পনা ০৮

১.২ ফরিদপুর সদরের উন্নয়ন পরিকল্পনার সামগ্রিক ধারণা ১০

1 Introduction

1.1 Background of UDD and ArchKU Collaboration 06

1.2 Human Settlement Development Planning at A Glance 08

1.3 Overview of Faridpur Sadar Development Planning 10

ভূমিকা
Introduction

বর্তমান সময়ে বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলার জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন যেমন একটি আবশ্যকীয় চাহিদা হিসেবে গৃহীত হয়েছে, ঠিক তেমনই এই চাহিদা পূরন করতে গিয়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ইচ্ছা অথবা অনিচ্ছায় সংবেদনশীল উন্নয়নের বাকি দুইটি স্তম্ভ অর্থাৎ আমাদের পরিবেশের ও সামাজিক জীবনের স্বার্থকে বিসর্জন দেয়াও একরকম ভবিতব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। যার জলজ্যান্ত প্রমান আমাদের একই সাথে যান্ত্রিক ও ভারসাম্যহীন নগর পরিবেশ তথা বসতি। উদ্ভূত পরিস্থিতি থেকে নিরসনের জন্য প্রয়োজন কেবলমাত্র অর্থনীতি কেন্দ্রিক মানব বসতির গতানুগতিক উন্নয়ন ধারার বিকল্প পন্থা অনুসন্ধান। যেখানে সকলপ্রকার ভৌত উন্নয়ন প্রথমত সমাজের স্বার্থকেই প্রাধান্য দিবে। সামাজিকতাকে প্রাধান্য দিয়ে উন্নয়নের মাধ্যমেই অর্থনৈতিক আধিপত্ত প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি পরিবেশের ভারসাম্যও নিশ্চিত করবে। এই পন্থা অনুসন্ধানের প্রথম শর্তই হল বহির্বিশ্ব থেকে আমদানিকৃত ধ্যানধারনাকে বুঝে নিজস্ব দেশজ ভাবনার সাথে মিলিয়ে উন্নয়নের পন্থাকে চিন্তা ও ধারন করা। কারন সামাজিক উপকরন এটি সম্পূর্নরূপে একটি দেশজ পরিভাষা, তাই একে বুঝতে হলে বৈশ্বিক মানদন্ডে পরিমাপ না করে এখানকার সামাজিক পরিকাঠামো ও তার বিন্যাসের মাধ্যমেই তা অনুধাবন ও অনুশীলন করা সম্ভব। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য ডিসিপ্লিনের MScHS প্রোগ্রামের International Design Studio 2017-18 এর আওতায় এই কাজই করা হয়েছে।

এই গবেষনা ভিত্তিক নকশা প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা প্রথমত, ফরিদপুরসহ চৌদ্দ উপজেলার নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর (ইউডিডি) কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা অধ্যয়নের মাধ্যমে ইউডিডি এর প্রধান চিন্তা এবং কার্যকরী প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা অর্জন করে। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের বসতি সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রবন্ধ অধ্যয়ন এখানকার বসতিগুলোর আর্থ-সামাজিক, সামাজ-সাংস্কৃতিক এবং পরিবেশগত গুনাবলী সম্পর্কে তত্ত্বীয় ধারনা অর্জন করে। এই ধারনাসমূহ কুমার নদের পাড়ের নির্ধারিত বসতির প্রয়োজনীয় বিবেচ্য বিষয়সমূহ সনাক্তকরনে প্রাথমিক জরিপকে প্রাসঙ্গিক করে। প্রবন্ধের সাহায্যে এবং প্রাথমিক জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নির্ধারিত বসতিতে মাটি-পানি ও মানুষের মিথস্ক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট্য বৈশিষ্ট্যাবলী অন্বেষণ করা হয়েছে। তারপর সামাজিক স্থান এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিতকরনের উদ্দেশ্যে

At the present time, economic development has been accepted as such an emerging need to keep pace with the world that, for meeting this need it's been kind of our fortune to sacrifice the interest of our environmental and social life, the other two pillars of sustainable development. Our highly instrumental and imbalanced urban environment is the most visible example of that phenomenon. The only way to get rid of the arising situation is to look for alternative ways of conventional economy-centered development of human settlements. Here, all kinds of physical development will give priorities to the social life of people. Economic development will be ensured as well as the balance of environment will be ensured by promoting socialism. The first prerequisite for exploring this approach is to consider the ideas imported from the outside world in line with own indigenous thinking and to develop ideas. Because social content is purely a contextual terminology, that's why for understanding this it's obvious to consider the social structure and its distribution rather than the global standard. The International Design Studio 2017-18 of MScHS program of Khulna University focuses on this approach.

At the very beginning of this Design research project, studying several development plan prepared by Urban Development Directorate (UDD) for fourteen Upazilas including Faridpur have provided idea about the main concern and working process of UDD while literatures related to the settlement pattern of Bangladesh have developed a theoretical understanding about socio-economic, socio cultural and environmental qualities of a settlement, which have influenced the pilot survey to identify the related issues of selected settlement along Kumar Nod. With the help of literature and the observation from the pilot survey, the attributes of land-water-people interaction of the selected settlement have been explored. Then a joint workshop with UDD,

ইউডিডি- এর সাথে একটি যৌথ কর্মশালা, বিস্তারিত জরিপ, পর্যবেক্ষন, ব্যক্তিবিশেষ এবং দলগত সাক্ষাতকার পরিচালনা করা হয়। পরবর্তীতে একটি অনুরূপ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র থেকে শেখার লক্ষ্যে, থাইল্যান্ডের সামূতপ্রাকান জেলার ব্যাং ফ্লি ইয়াই থেকে জ্ঞানার্জন করা হয় যেখানে মাটি-পানি-মানুষ এর মিথস্ক্রিয়া উন্নয়ন প্রক্রিয়ার একটি প্রধান উপজীব্য। সামাজিক-পারিসরিক জরিপ এবং স্থানীয় পৌরসভার সাথে যোগাযোগ ও আলোচনার মাধ্যমে ব্যাং ফ্লি ইয়াই এর সামাজিক-পারিসরিক অবস্থা এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে সামগ্রিক পরিকল্পনা পদ্ধতি ও এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন অংশীদারদের প্রতক্ষ্য বা পরোক্ষ ভূমিকা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।স্থানীয় ক্ষেত্রের জরিপ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে সামাজিক-পারিসরিক পরিকল্পনা বিবেচনা, কুমার নদের উন্নয়নের একটি ধারণাগত পরিকল্পনা, ভৌত অবকাঠামোর জন্য কৌশলগত অবস্থান এবং কুমার নদ সংলগ্ন নির্বাচিত সামাজিক স্থানগুলির জন্য পরিবেশগত নকশার সমাধান ভাবনা তৈরী করা হয়। এই সকল সমাধানমূলক ভাবনা ফরিদপুরে উন্নয়ন মেলা, ২০১৮ এ জনসাধারনের সামনে তুলে ধরা হয়। জনগণ বিপুল উৎসাহের সাথে পর্যবেক্ষন করে সেইসব ভাবনা সম্পর্কে তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। পরবর্তীতে জনগনের প্রতিক্রিয়ার আলোকে নকশা ভাবনাগুলোকে পুনর্বিবেচনা করা হয়। পরে ইউডিডি কর্তৃক আয়োজিত "বিশ্ব নগর দিবস,২০১৮" এ সেই পুনর্বিবেচিত নকশা ভাবনাসমূহ এবং এর দর্শন উপস্থাপন করা হয়। সেখানে উপস্থিত বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিত্বদের এই দার্শনিক এবং নকশা ভাবনা সম্পর্কে প্রদানকৃত প্রতিক্রিয়া বিবেচনাপূর্বক নকশা ভাবনাসমূহকে আরও প্রাসঙ্গিক করা হয়।

seminar with expert and detailed field survey including physical survey, observation, key person and random interview has been conducted for this research process toward identifying the social spaces and associated socio-economic, cultural and environmental attributes. Afterwards with an aim of learning from a similar international case where the land-water-people interaction has been addressed with a prime concern in the process of development, Bang Phli in Samutprakan District, Thailand has been surveyed. The socio-spatial condition of the case and most importantly the overall planning procedure and the direct or indirect role of different stakeholders in this procedure have been observed through physical survey and networking with their municipality. Being informed with extensive survey findings from the site and inspired with the strength of the international case, compatible design solutions have been prepared including spatial-physical planning considerations, a conceptual master plan of the development along Kumar Nod derived from the considerations, strategic location for physical intervention and built environmental design solutions for selected social spaces along Kumar Nod. Those ideas have been disseminated in Unnayan Mela, 2018 at Faridpur. And considering the people's feedback gathered from the Unnayan Mela the design solutions have been updated. Afterwards those updated design solutions and the philosophical idea have been presented in the "World Cities Day, 2018" arranged by UDD. Finally, with the well-thought feedbacks from experts in "World Cities Day" the design solutions been made more rationalized.

১.১ নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপত্য শাস্ত্রের একসাথে কাজ করার পটভূমি
1.1 Background of UDD and ArchKU Collaboration

বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন নিয়ে গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার রূপকল্প-২০২১ এবং রূপকল্প-২০৪১ নামক দু'টি কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহন করেছে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য অন্যান্য সকল সরকারি সংস্থার মতই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গনপূর্ত মন্ত্রনালয়ের অধীনে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

With an ambition of turning Bangladesh into a middle income country by 2021 and a developed one by 2041, the Government of Bangladesh has declared the Vision 2021 and Vision 2041. In this regard, along with all other government agencies the Urban Development Directorate (UDD) of the Ministry of Housing and Public

(ইউডিডি) অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে কাজ করে চলেছে। সরকারের এই অধিদপ্তরটি দেশের মূল ৪টি মহানগর (ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী) ব্যতিরেকে জাতীয় পর্যায়ের সকল উপজেলা পরিকল্পনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। ইউডিডি নতুন এবং বিদ্যমান নগর ও গ্রামীন বসতির জাতীয়, আঞ্চলিক এবং স্থানীয় পর্যায়ের সংবেদনশীল আর্থ-সামাজিক এবং স্থানিক-শারীরিক উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য আর্থ-সামাজিক গবেষণা, দেশজ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষায়তন ও সংস্থার একসাথে কাজ করার উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করে থাকে (ইউডিডি ২০১৭)।

অন্যদিকে, স্থাপত্য অনুষদ, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় এর মানব বসতি বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর পাঠ (এমএসসিএইচএস) নগর এবং গ্রামীন মানব বসতিকে প্রাসঙ্গিক বহুশাস্ত্রীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনুসন্ধানে দক্ষ পেশাজীবি তৈরী করে। সামাজিক ব্যবস্থার সাথে সংবেদনশীল এবং স্থিতিশীল মানব বসতি উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট অংশীদার এবং তৃণমূলের মধ্যকার আলোচনার মধ্য দিয়ে আন্তঃ-শাস্ত্রীয় অনুশীলনকে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই অধ্যয়ন কর্মটি নকশা-গবেষণা দক্ষতা প্রদানের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ।

স্নাতকোত্তর মানব বসতি বিজ্ঞান শিক্ষনের এই কাঠামো এবং ইউডিডি-এর কার্যনীতির প্রাসঙ্গিকতাই ২০১৭ সালে ArchKU and UDD এর মধ্যে সাক্ষরিত পাঁচ বছরের সমঝোতা স্মারকলিপি (MoU) এর প্রধান ভিত্তি; যেখানে এই দুই পক্ষই সরকারের লক্ষ্যমাত্রাকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাজে নিবিষ্ট। এই সমঝোতা স্মারক গবেষণা-জ্ঞাত তত্ত্ব এবং অনুশীলনের দ্বারা পরিকল্পিত মানব বসতিগুলির পরিকল্পনা, নকশা ও উন্নয়নের সমন্বিত পদ্ধতিকে আরও সমৃদ্ধ করার জন্য শিক্ষায়তন এবং সরকারী সংস্থার মধ্যে পার্থক্য দূর করতে আশাবাদী। এই আশাকে বাস্তবায়িত করতে স্মারকটি কার্যকর সহযোগ নিশ্চিতকরনের জন্য বিভিন্ন কার্যাবলী নির্ধারন করে, যা প্রস্তাব করে যে, উন্নয়ন পরিকল্পনাটি স্থানীয় ও বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যা, সংবেদনশীল উন্নয়ন উদ্দেশ্য (SDG) গুলির প্রাসঙ্গিক লক্ষ্য, 'Sendai Framework' সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক নির্দেশাবলী, Habitat III এর 'New Urban Agenda' র বসতি-বিশেষ লক্ষ্যসমূহ এবং অংশীদারদের যথাযথ অংশগ্রহন সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারনা রাখবে। এই স্মারকের অধীনে স্নাতকোত্তর মানব বসতি বিজ্ঞান শিক্ষনের আন্তর্জাতিক স্থাপত্য চিত্রশালা (কার্যধারা নংঃ আর্ক ৬২০২, ২য় সাময়িক, ব্যাপ্তিকালঃ জুলাই থাকে ডিসেম্বর,২০১৮) ইউডিডি এর সহোযোগিতায় "গ্রাম-নগর ভাবনাঃ কুমার নদ পাড়ে প্রাতিবেশিক

Works (MHPW) is playing a prime role to execute these visions. This body is responsible for national level physical/ land use plan preparation. It focuses on learning from socio-economic research, context-specific knowledge and expertise, and outcomes of academy-agency partnership as the basis towards sustainable national, regional, and local level socio-economic and spatial-physical development planning for new and existing urban and rural settlements' (UDD 2017).

On the other hand, the Master of Science in Human Settlements (MScHS) post-graduate program of Architecture Discipline, Khulna University (ArchKU) develops professionals who are capable of investigating urban and rural human settlements from multidisciplinary perspective of theory and practice. The program is committed to provide design-research skills with an aim to enhance the capacity of professionals to engage in inter-disciplinary practice, that negotiates between diverse actors, stakeholders, and grassroots in the development of socially sustainable and resilient human settlements(ArchKU 2014).

This pedagogical framework of MScHS program and working principles of UDD have been the bases for ArchKU and UDD entering into the Memorandum of Understanding (MoU) in the year 2017 for five years as both of the bodies are highly committed to bring the government visions onwards . The MoU aims to fill in the gap between academy and government agency towards developing an integrated approach to planning, design and development of human settlements underpinned by research-informed theory and practice. In order to materialize this aim, the MoU framed several responsibilities for effective collaboration suggests that, the development planning has to be informed by the local and global climate change issues, relevant goals of the SDGs, relevant guidelines of 'Sendai Framework', settlement-specific objectives of 'New Urban Agenda' of Habitat-III; and stakeholders participation.

প্রান সঞ্চার" নামক একটি গবেষনা ভিত্তিক নকশা প্রকল্প পরিচালনা করছে। এই শিক্ষায়তন ও সরকারী সংস্থার পারস্পরিক সহোযোগ শিক্ষার্থীদের স্থানীয় জ্ঞান, সমসাময়িক তত্ত্ব এবং অনুশীলনমূলক অভিজ্ঞতা এবং ইউডিডি এর জনসম্পদের বিশেষ জ্ঞানকে একত্রীকরনের মাধ্যমে ইউডিডি এর চলমান " ১৪ উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুতিকরন" নামক প্রকল্পের একটি অন্যতম কর্ম এলাকা, ফরিদপুরের সদর উপজেলার কর্ম এলাকা পরিকল্পনা এবং নকশা প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

Under this MoU, the MScHS Design Studio (Course No.: Arch 6202, Term II, Duration: July to December, 2018) has conducted a design-research project, titled "Envisioning "Ru-Ban": Socio-Spatial Re-Vitalization Along Kumar Nod in Faridpur", in collaboration with UDD. This academy-government agency collaboration enables the students to bring together local knowledge, contemporary theories and practical experience and expertise of UDD's resource persons to inform the action area planning and design of Faridpur Sadar, which is one of the action areas of ongoing UDD project, titled "Preparation of Development Plan for Fourteen Upazilas" (UDD 2018).

১.২ একনজরে মানব বসতি উন্নয়ন পরিকল্পনা
1.2 Human Settlement Development Planning at A Glance

বাংলাদেশ সরকার বিশ্বাস করে, রূপকল্প-২০২১ এবং রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ গ্রামীণ এলাকাগুলির উন্নয়ন অপরিহার্য। গ্রাম-নগর ধারাবাহিকতার স্বপ্ন সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 'আমার গ্রাম আমার শহর' এই ঘোষণায় সরকারের এই বিশ্বাস প্রতিফলিত হয়। উন্নয়নের যাত্রার যে স্বপ্ন সাধারন মানুষের সামনে উপস্থাপিত হয়েছে সেখানে আগামীর প্রত্যেকটি গ্রাম তার নিজস্ব ঐতিহ্যকে প্রাধান্য দিয়ে নাগরিক সুযোগ সুবিধা গ্রামীন স্বকীয়তায় গ্রহন করবে।

জিইডি-২০১২ অনুসারে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের প্রায় এক -তৃতীয়াংশ মানুষ নগর এলাকায় বসবাস করবে। নগরায়নের বাড়তি চাহিদা মেটানোর জন্য ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের সীমিত পরিমান কৃষি জমি প্রতি বছর গড়ে এক শতাংশ হারে হ্রাস পাচ্ছে। কৃষি জমির অপরিকল্পিত রূপান্তরের কারনে খাদ্য-নিরাপত্তা, পরিবেশগত স্থিতিশীলতা, কৃষি প্রধান জীবিকা ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অস্তিত্ব, নদী-খাল-পুকুর ভিত্তিক জলজ-ভূতাত্ত্বিক পদ্ধতির ধারাবাহিকতা এবং জৈবিকভাবে গড়ে ওঠা বদ্বীপ-এর সুপ্রাচীন স্বদেশীয় বসতি ও স্থাপত্যে যে ক্ষতি সাধিত হয়, তা বসতির জন্য অপূরণীয় এবং এ পরিস্থিতি সম্পর্কে সরকারের কৌশল সময়োপযোগী।

In course of materializing the vision-2021 and vision 2041, the Government of Bangladesh believes in the significance of revitalizing the natural wealth-rich rural areas. It is reflected in the declaration of Prime Minister Sheikh Hasina about her dream of rural-urban continuum in terms of: 'আমার গ্রাম আমার শহর', in other words – all the villages will be provided with citizens facilities and services sufficient for having happy and prosperous life.

According to the GED 2012, by the year 2021 about one-third of the total population of Bangladesh will be living in urban areas. To meet the need of the increasing demand of urbanization the agricultural land which is already limited, is reducing at a rate of 1% per annum. The government has realized the gruesomeness of the scenario as unplanned conversion of agricultural land is directly affecting food- security, environmental stability, survival of socio-cultural heritage, existence of agro-based way of life and livelihoods, persistence of river-canal-pond based hydro-geological system and entity of organically grown age-old deltaic vernacular settlements and architectural pattern.

উন্নয়নের যাত্রায়, ভিশন ২০২১ শহর ও গ্রামীণ উন্নয়নকে সংবেদনশীল উন্নয়নের দুটি পায়া হিসাবে বিবেচনা করে (জিইডি ২০১২)। মানব বসতির নগরায়নের ক্ষেত্রে এই ভিশন ২০২১ একটি যত্নশীল সমাজ নিশ্চিতকরন; পরিবেশগতভাবে সংযত ভৌত পরিকল্পনা এবং ভূমি ব্যবহার; কৃষি ও সামাজিক বনায়নে উৎসাহ প্রদান; পরিবেশ দূষন প্রতিরোধ; সড়ক ও অভ্যন্তরীণ জল-যোগাযোগ ব্যবস্থার সর্বোত্তম মেলবন্ধনের মাধ্যমে গ্রামীন যোগাযোগ ব্যবস্থাকে পুনর্জীবিতকরন; জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে উদ্ভূত পরিস্থিতি কার্যকরভাবে মোকাবেলার মাধ্যমে পরিবেশকে রক্ষা করার মধ্য দিয়ে নগরায়নের চ্যালেঞ্জসমূহকে সামাল দেওয়াকে অগ্রাধিকার দিয়েছে (জিইডি ২০১২)। অন্যদিকে রূপকল্প-২০৪১ SDG এর লক্ষ্য ১১ : টেকসই শহর ও সমাজ এবং লক্ষ্য ১৫: জীবন ও ভূমি কে অন্তর্ভুক্ত করে যেখানে বসতিকে মৌলিক সেবা, শক্তি, আবাসন, যোগাযোগ এবং বদ্বীপীয় বাস্তুশাস্ত্রের সংরক্ষন ও সংবেদনশীল ব্যাবহারের মাধ্যমে প্রান বৈচিত্র সংরক্ষন নিশ্চিতকরনের মাধ্যমে সবার জন্য সুবিধাকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছে (জোবাইরা ২০১৮)। সরকারের এই স্বপ্নকে ধারন করে ইউডিডি "১৪ উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুতিকরন" নামক প্রকল্পটি হাতে নেয় ২০১৮ সালে। এই প্রকল্পের খসড়ায় উপ-আঞ্চলিক, গাঠনিক, নগর এলাকা, গ্রামীন এলাকা এবং কর্ম এলাকা নামক পাঁচ স্তরের পরিকল্পনার কথা উল্লেখ রয়েছে। উপ-আঞ্চলিক পরিকল্পনা একটি দীর্ঘমেয়াদী দিক নির্দেশক পরিকল্পনা। যেখানে ফরিদপুর সদরের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে সমৃদ্ধ করার উদ্দেশ্যে এই উপ-আঞ্চলিক পরিকল্পনায় তিনটি নির্দেশনা রয়েছে। অন্যদিকে কাঠামোগত পরিকল্পনায় ভূমির উপযুক্ততা বিশ্লেষণপূর্বক ভূমির ব্যবহার বলয় নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সেই সাথে প্রতিটি গঠনগত অঞ্চলের জন্য আলাদা আলাদা পরিকল্পনা কাঠামো প্রস্তাব করেছে। গঠনগত পরিকল্পনা প্রস্তুত হওয়ার পরেই নগর এবং গ্রাম এলাকা আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য ফরিদপুর সদরের স্থানীয় বাসিন্দাদের চাহিদাকে মূল্যায়ন করে শহর ও গ্রাম এলাকায় পরিকল্পনার মান অনুযায়ী পরিকাঠামো, প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা ও সেবা বরাদ্দ করা হয়। অবশেষে, নগর ও গ্রাম উভয় এলাকার জন্য কিছু কর্ম পরিকল্পনা নির্দেশ করা হয়েছে (ইউডিডি ২০১৮)।

In the journey of development, the government's Vision 2021 deliberates urban and rural development as two legs of sustainable development"(GED 2012). Regarding urbanization of human settlements, the development priorities of Vision-2021 include ensuring a caring society; integrating environmentally sound physical planning and land use; promoting agro and social forestry; preventing environmental degradation; re-orientating rural transport for efficient external access through optimal integration of road and inland water transport and off-road internal accesses; and managing the urban challenges through protection of the environment by effectively meeting the challenges arising from climate change"(GED 2012).While the Vision 2041 includes *Goal 11: Sustainable Cities and Communities*, and Goal*15: Life on Land*, that focus on settlements as hub of opportunities for all, with access to basic services, energy, housing, transportation and preserving diverse forms of life on land through conservation and sustainable use of deltaic ecosystems (Jobaira 2018). Owing to this dream of government, UDD has initiated "Preparation of Development Plan for Fourteen Upazilas" in 2018. The draft final plan contains five-tier plan: *sub-regional*, *structure*, *urban area*, *rural area* and *action area plans*. *Sub-regional plan* is a long-term indicative policy plan. In sub-regional plan three indicative broad-based policies are determined which manifested a growth direction with a view to assimilate regional characteristic features of Faridpur Sadar. On the other hand, *structure plan* is devised into a broad-spectrum land use planning structures/zones prepared through the process of land suitability analysis. A policy framework for each structural zone is suggested accordingly. Urban and rural areas are demarcated after the structure plan is prepared. For the future development infrastructure, amenities and services facilities are allocated in conformity with planning standards for urban and rural areas based on the demand of local dwellers of Faridpur Sadar. Finally, some action plans for both urban and rural areas are indicated as well as located in the maps.

১.৩ ফরিদপুর সদরের উন্নয়ন পরিকল্পনার সামগ্রিক ধারণা
1.3 Overview of Faridpur Sadar Development Planning

অনিবার্য পরিবর্তন বিবেচনায় নিয়ে ও উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য, ফরিদপুর সদর উপজেলায় নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর (ইউডিডি) কর্তৃক "১৪ উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুতিকরন" প্রকল্পের অধীনে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। এই উদ্যোগের মধ্য দিয়ে আগামী ২০ বছরের (২০৩৩ সালের মধ্যে) ভিতরে কাঙ্খিত উন্নয়নের সম্ভাবনার দিক তৈরি হয়েছে। এই উন্নয়ন পরিকল্পনাটি পাঁচ স্তরের নকশা (সাব-রিজিওনাল, স্ট্রাকচারাল, আরবান, রুরাল এবং অ্যাকশন এরিয়া) কার্যক্রমের মাধ্যমে সকল প্রকার অসুবিধা ও সম্ভাবনাকে যতটা সম্ভব দ্রুত মধ্যস্থতার মাধ্যমে মূল্যায়ন করতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

ফরিদপুরের ক্ষেত্রে রূপকল্পকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইউডিডি দুইটি প্রধান ভিত্তির উপর কাজ করে যাচ্ছে। যার একটি পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে পরামর্শ প্রদান এবং অন্যটি ফরিদপুর সদর উপজেলার সব ইউনিয়নে পরামর্শ প্রদান। এই রূপকল্প নিম্নোক্ত তিনটি উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে;

১) ফরিদপুর সদর উপজেলাকে একটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং সাস্থ্যসম্মত উপজেলা হিসেবে প্রতিষ্ঠা

২) আঞ্চলিক অর্থনৈতিক কেন্দ্র হিসেবে ফরিদপুরকে উন্নতকরন

৩) প্রধান অর্থনৈতিক চালক হিসেবে

- ক) আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন
- খ) পাট খাতের পুনরুজ্জীবন
- গ) উদীয়মান মৎস্য চাষকে সহয়তা প্রদান

আবার কাঙ্ক্ষিত রূপকল্প অর্জনের জন্য ইউডিডি নিম্নোক্ত লক্ষ্যসমূহ নির্ধারন করেছে,

১) উপজেলা/ পৌরসভাগুলোতে দক্ষ ও কার্যকরভাবে প্রয়োজনীয় সেবাসমূহ সরবরাহ এবং সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণে উপজেলা কিংবা পৌরসভার বাসিন্দাদের নিকট দায়বদ্ধ থাকা।

২) অবনমিত প্রাকৃতিক এলাকাগুলোকে পুনুরুদ্ধার এবং জনগনের সুস্বাস্থ্য, মানুষ ও পরিবেশের সামগ্রিক কল্যানের মাপকাঠি অনুযায়ী পানি ব্যবস্থার ও জলযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন।

৩) বিভিন্ন পেশাদার এবং বণিক সম্প্রদায়ের সামগ্রিক উন্নতির জন্য উপজেলার জীবনরেখার পুনুরুদ্ধার এবং উন্নতির মাধ্যমে নতুন নতুন বিনিয়োগে আকৃষ্ট ও বজায় রাখা এবং চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করা।

In response to the inevitable change, the present urban exercise has been taken in Faridpur Sadar Upazila, Faridpur District by Urban Development Directorate (UDD) under the "Preparation of Development Plan for Fourteen Upazilas". The venture may have potential for improvement inside the following 20 years up to 2033 A.D. The development plan will involve five level designs (sub-regional, structure, urban, provincial and activity zone) to address the difficulties, prospects and quick intercessions.

In order to formulate the vision, there were two base points, one is consultation with different wards of the Pourashava and another is consultation in all the unions of Faridpur Sadar upazila. The vison would be achieving the following objectives;

1. Faridpur Sadar Upazila as a clean and healthy upazila

2. Development as a regional economic centre

3. Major economic drivers are-

    a. Regional communication
    b. Revival of jute sector
    c. Supporting the emerging fisheries

To get the desirable vision, three goals been set, as;

1. Delivery of efficient and effective upazila/ municipal services and use of resources, accountable to upazila/ municipal residents.

2. Increase and restore degraded natural areas and improve water quality and water network through measures that benefit health and well-being of people and places.

3. Restore and improve upazila life-line to attract and retain investment, create employment, diversify ecology for overall improvement of different professionals and trade groups.

২য় অধ্যায়
Chapter Two

মানব বসতি উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে দেশজ ধারনা

Contextual Understanding of Human Settlement Development Planning

২ মানব বসতি উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে দেশজ ধারনা

২.১ বাংলাদেশে উপজেলা ভিত্তিক পরিকল্পনা ১৬

২.২ প্রচলিত পরিকল্পনা প্রক্রিয়া ১৮

২.৩ নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর এর উদ্যোগ সমুহ ২০

2 Contextual Understanding of Human Settlement Development Planning

2.1 Upazila Planning in Bangladesh 16

2.2 Conventional Planning Process 18

2.3 UDD Initiatives 20

মানব বসতি উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে দেশজ ধারনা

Contextual Understanding of Human Settlement Development Planning

প্রকৃতিগতভাবে মানব বসতি সর্বত্রই সন্নিবেশিত হয় একটি নির্দিষ্ট স্থান জুড়ে। যে স্থান তার জলবায়ূ ও প্রাকৃতিক গুণে মানব বসতি বিন্যাসের সাথে জুড়ে দেয় দেশজ সংস্কৃতি, ঐতিহ্যগত ভাবে জীবনধারনের উপায় এবং সামাজিক বন্ধনের অবয়ব। যেসব বসতির অর্থনৈতিক কর্মকান্ড এবং প্রবৃদ্ধি তার নিজস্ব সামাজিক ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যে লালিত হয় সেসব বসতি হয় ততবেশি সংবেদনশীল। এজন্য একটি সংবেদনশীল মানব বসতি পরিকল্পনার ক্ষেত্রে তার দেশজ বৈশিষ্ট্য, গঠন প্রক্রিয়া এবং এলাকা ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারনা গ্রহনের কোনো বিকল্প নেই।

বাংলায় মানব বসতির ইতিহাস অতি প্রাচীন (প্রায় বিশ হাজার বছর আগে)। বর্তমান সময়কালের উদ্ভিজ্জ আবরণ ও ভূদৃশ্যে কয়েক হাজার বছরের মানবীয় কর্মকান্ড ও প্রভাবের সুস্পষ্ট ছাপ বিদ্যমান এবং ভূ-পৃষ্ঠে বসতির ধরন ও কৃষিকাজ থেকে এতদঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায়। ক্রমবিকাশের প্রারম্ভিক পর্যায়ে অপেক্ষাকৃত পুরাতন ও উত্থিত ভূমিগুলোতেই বাংলার আদি বসতিগুলো গড়ে উঠেছিল। কৃষির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাংলার সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত প্রাকৃতিক চিত্র এর নদীপ্রণালী, যা বসতির ক্রমবিকাশ ও বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল এবং কৃষিকাজের জন্য উর্বর উপত্যকার কোল জুড়ে মানব বসতির প্রধান গুচ্ছসমূহ বিদ্যমান ছিল (সুলতানা, ২০১৪)। কিন্তু বাংলাদেশের নগর উন্নয়ন; মোঘল সাম্রাজ্যের সময় থেকেই বহিঃ রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি দ্বারা প্রভাবিত ছিল। এছাড়াও পর্তুগীজ ও ব্রিটিশদের সাথে ইউরোপীয় স্বার্থ ভারতীয় উপমহাদেশে অনুপ্রবেশের পর উদীয়মান পুঁজিবাদের প্রভাবে এদেশের নগর বিন্যাসের ধারাও পরিবর্তীত হতে থাকে। পুঁজিবাদী সমাজ সমস্ত উৎপাদনশীল এলাকাকে কেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার আওতায় নিয়ে আসে এবং এরই ধারাবাহিকতায় তৎকালীন আঞ্চলিক রাজধানী (ঢাকা) ও তার পশ্চাদ এলাকা সমুহকে বর্তমান ভারতের কলকাতা নির্ভর নগর হিসেবে গড়ে তোলে; যা প্রকৃতপক্ষে ইউরোপীয় পুঁজিবাদের প্রান্তস্থ কেন্দ্রবিন্দুতে পরিনত হয় (কেমপার, ১৯৮৯)। এরই প্রভাবে বৃদ্ধি পায় নগরমুখী বিদেশী বিনিয়োগ ও গ্রাম থেকে নগরে মনুষ্য অভিবাসন এবং যার ফলাফল বর্তমান বাংলাদেশে বিদ্যমান অপরিকল্পিত নগরায়ন।

Human habitat is inherently embedded in a specific place. With natural and climatic qualities that place adds the indigenous culture, traditional way of living and social bondage to the human settlement formation. Those settlements are as much sustainable which are cherished with their own social and natural features into their economic activities and growth. For this, there is no alternative to accepting ideas about its indigenous characteristics, formation process and area-based planning process in a sustainable human settlement plan.

History of human settlement in Bengal is very ancient (about twenty thousand years ago).There are a clear impression and effect of thousands of years of human activity in the green layers and landscapes of the current period. And the nature of settlement and farming reflects the original characteristics of living in this environment. At the early stage of evolution, older settlements of Bengal were developed in relatively old and upper lands. Along with the development of agriculture, the most featured natural images of Bengal played an important role in the development and expansion of river-based settlements. And The main groups of human settlements existed along with the fertile valleys for agriculture (Sultana, 2014). But the urban development of Bangladesh has been influenced by external, political, military and economic power since the time of the Mughal Empire. Apart from that, with the entrance of Portuguese and British the European interests also entered in Indian subcontinent and the urban pattern of this country has changed for the effect of rising capitalism. The capitalist society brings the entire productive area under the centralization process and in continuation of this, the regional capital (Dhaka) and its backward areas had been constructed as the city depended on Kolkata (a city of present India). Which, basically, became the peripheral center of European capitalism

বাংলাদেশে মানব বসতি পরিকল্পনার কাজ প্রথম সংঘটিত হয় পঞ্চাশ থেকে ষাট এর দশকে; ব্রিটিশ নগর পরিকল্পনাবিদদের হাতে । সেসময় ভারত থেকে অভিবাসনের ফলে অপরিকল্পিত ভাবে নগর বৃদ্ধির আশঙ্কায় পূর্ব পাকিস্তান এর প্রাদেশিক সরকার ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা নগরীর উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করে। সে উদ্দেশ্যে এই তিন নগরে স্থাপিত হয় ঢাকা উন্নয়ন ট্রাস্ট (১৯৫৬) , চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (১৯৫৯), খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (১৯৬১) এবং অভিবাসিত ও নিম্ন আয়ের শহুরে বাসিন্দাদের আবাসন সংকট সমাধানের লক্ষ্যে স্থাপিত হয় আবাসন ও বসতি অধিদপ্তর (১৯৫৮)। কিন্তু সমগ্র দেশের প্রধান ও ছোট শহর গুলোর আসন্ন নগরায়ন জনিত সমস্যা ও নগরায়নের গুরুত্ব অনুধাবন করে ততকালীন প্রাদেশিক সরকার স্থাপন করে কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক ভৌত পরিকল্পনা দপ্তর এবং তদানুসারে গঠিত হয় নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর (১৯৬৫)। এছাড়াও বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর আরও দুটি পরিকল্পনা সংস্থা গঠিত হয় রাজশাহী শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (১৯৭৬) এবং জাতীয় আবাসন কর্তৃপক্ষ (২০০০)। বর্তমান সময় পর্যন্ত উপরোল্লেখিত সংস্থা সমুহ বাংলাদেশ এর বিভিন্ন লোকালয়ে পরিকল্পনার কাজ করে যাচ্ছে (চৌধুরী,২০১০)।

(Kemper, 1989). This process increased the foreign investment, human migration from village to city and resulted in the existing unplanned urbanization in Bangladesh.

In Bangladesh, the planning of human settlement took place by the British city planners in the 50s and 60s. At that time, the provincial government of East Pakistan took the first initiative of the development plan of Dhaka, Chittagong and Khulna cities in fear of unplanned urbanization due to migration from India. For this purpose, Dhaka Development Trust (1956), Chittagong Development Authority (1959), Khulna Development Authority (1961) were founded into those cities respectively and the housing and settlement department (1958) was established to solve the housing crisis of migrant and low-income urban dwellers. But realizing the importance of urbanization and its problems in the large and small towns of the entire country, the Provincial Government established the Central and Regional Physical Planning Department. And according to this, the Urban Development Directorate has been established in 1965. After the independence of Bangladesh, two other planning agencies were formed, Rajshahi Development Authority (1976) and the National Housing Authority (2000). Up to the present time, the above-mentioned organization is working in different localities of Bangladesh (Chowdhury, 2010).

২.১ বাংলাদেশে উপজেলা ভিত্তিক পরিকল্পনা
2.1 Upazila Planning in Bangladesh

ভৌগোলিক ভাবে বাংলাদেশে একটি উপজেলার আনুমানিক আয়তন ২৫০-৫০০ বর্গ কিঃমিঃ এবং জনসংখ্যা দুইলক্ষ অথবা তার অধিক। সাধারনত উপজেলাগুলি শহর ও গ্রাম এলাকায় বিভক্ত থাকে, যেখানে শহরগুলো বিভিন্ন ওয়ার্ডে এবং গ্রামগুলো বিভিন্ন ইউনিয়নে বিভক্ত হয়(হাসান, ১৯৯২)। শহরের ওয়ার্ড সীমানার মধ্যকার মানব বসতি গুলোতে নাগরিক সেবা ও সুবিধা দেবার দায়িত্ব পালন করে পৌরসভা; তবে দেশের সকল উপজেলায় এখনও পৌরসভা গঠিত হয়নি। কিন্তু ইউনিয়ন পর্যায়ের জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত উপজেলা ও

Geographically, an estimated area of a Upazilla is 250-500 square kilometers in Bangladesh and the population is two hundred thousand or more. Generally, the city areas of the Upazilas are divided into several wards and the rural areas are divided into some unions (Hasan, 1992). The municipality has the responsibility of providing citizen services and facilities to the human settlements in the city's ward boundaries. But the municipality has not been formed in all upazilas of the country.

ইউনিয়ন পরিষদ বিভিন্ন সময়ে নানা মুখী বৈষম্যের কারনে পৌরসভার মত করে গ্রামে-গঞ্জে নাগরিক সেবা ও সুবিধা পৌছে দিতে পারেনি।

the country. The Upazila and union councils, responsible for the union level have not been able to provide citizen services and facilities in villages as well as municipalities due to various discrimination at different times.

১৯৮২ সালে বাংলাদেশে উপজেলা পদ্ধতির প্রচলনের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ব্যাবস্থায় সংস্কার নিয়ে আসা হয় এবং উন্নয়ন পরিকল্পনার দায়িত্ব প্রদান করে গঠন করা হয় উপজেলা পরিষদ। উপজেলা পদ্ধতি প্রচলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ, গ্রামীন জনগণের কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভরতা কমানো, স্থানীয় ভাবে সম্পদের বন্টন ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহনের মাধ্যমে সামগ্রিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা (হাসান, ১৯৯২)। উপজেলা পরিষদকে যে সকল কাজের দায়িত্ব দেয়া হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল উপজেলা ভিত্তিক উন্নয়ন কর্মকান্ড, উপজেলা স্তরে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, স্বাস্থ্য সচেতনতা ও পরিবার পরিকল্পনায় উৎসাহিত করণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, গ্রাম এলাকায় জনস্বার্থে বিভিন্ন কর্মসূচী পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করা এবং পশু-পাখি পালন, মৎস্য চাষ, বনায়ন ও কৃষিকাজকে উৎসাহিত করে উৎপাদন বৃদ্ধি করা। উপজেলা পরিষদের উপর উন্নয়ন ও পরিকল্পনার সীমিত দায়িত্ব ন্যাস্ত থাকলেও কেন্দ্রীয় প্রশাসনের উদাসীনতা, বিভিন্ন স্তরের পরিকল্পনার সমন্বয় হীনতা ও সম্পদ বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার জটিলতার কারনে বিভিন্ন সময়ে উপজেলা স্তরে পরিকল্পনা মাফিক উন্নয়ন কখনও বাস্তবায়িত হতে পারেনি (হাসান, ১৯৯২)।

In 1982, the local government system was reformed with the introduction of the Upazila system in Bangladesh and the development plan was given to the Upazila council. The main purpose of the Upazila system was the administrative decentralization, reducing the dependency of the rural people on the central government, to ensure the distribution and proper use of resources locally and to accelerate overall development with the participation of local people (Hasan, 1992). Upazila council are responsible for Upazila-based development activities, preparation of Upazila level development plan, encouraging health awareness and family planning, to create employment, to plan and implement various programs for the public interest in rural areas and to encourage livestock, fisheries, forestry, and farming. Despite the limited responsibility of development and planning on the Upazila council, various developments in the Upazila level could not be implemented at different times because of the apathy of the central administration, the lack of coordination among different levels of planning and the complexity in the decentralization process of assets (Hasan, 1992).

বাংলাদেশে মানব বসতি পরিকল্পনার প্রেক্ষাপটে দেখা যায়, বিভিন্ন সময়ে স্থাপিত পরিকল্পনা সংস্থা গুলোর কর্মকান্ড শুধু মাত্র মহানগর এলাকাতেই সীমাবদ্ধ থাকায় গ্রাম এলাকা গুলো কখনই পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় সংযোজিত হয়নি। শুধু তাই নয় তাদের পরিকল্পনা প্রক্রিয়া সীমাবদ্ধ ছিল শুধু মাত্র ওয়ার্ড সীমানায় যেখানে শহরের ক্রমবর্ধমান এলাকাও পরিকল্পনার আওতায় আসেনি। পরিকল্পনার ইতিহাসের একদম শুরু থেকে যদি দেখা যায়, ১৯৫৬ সালের পর থেকে নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ যে সকল পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ প্রকল্প শুরু করে তার অধিকাংশই মহানগর কেন্দ্রীক । এছাড়াও ১৯৭৬ এ রাজশাহী শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ নতুন শৈলীতে পরিকল্পনার কাজ শুরু করলেও তা গ্রাম এলাকা উপেক্ষা পূর্বক নগর কেন্দ্রীক পরিকল্পনার ধাঁচ থেকে বেরোতে পারেনি। বাংলাদেশের যে নগর গুলোতে নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ স্থাপিত হয়নি সেসকল ছোট শহর ও নগর কেন্দ্রে পরিকল্পনা

In the context of the human settlement planning of Bangladesh since the activities of planning agencies set up at different times have been limited to metro areas only, the rural areas have never been involved in the planning process. Planning process was limited to the ward boundaries only where the city's growing areas were not covered under the plan. If the history of the plan is perceived from the very beginning, it will be found that since 1956, the planning projects were started by the urban development authority, most of them are metropolitan centered. In addition, in 1976 the Rajshahi City Development Authority started planning with a new approach, but it could not get out of the urban-centric plan form. In those cities of

প্রকল্প প্রথম শুরু করে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর (চৌধুরী,২০১০)। এই অধিদপ্তর ১৯৬৫ থেকে ২০১০ পর্যন্ত যে সমস্ত পরিকল্পনা প্রকল্প সম্পন্ন করেছে সেগুলোও একটি অখন্ড উপজেলাকে পরিকল্পনার আওতায় না এনে অন্যান্য সংস্থা গুলোর প্রচলিত প্রক্রিয়ার মতই শুধুমাত্র উপজেলা শহরের সীমানা পর্যন্তই বিস্তৃত ছিল (ইউডিডি, ২০১২)।

Bangladesh where urban development authorities were not established, there the Urban Development Directorate (UDD) started the planning project of those small cities (Chowdhury, 2010). All of the plans have been completed by this department from 1965 to 2010, in spite of bringing the total upazilla area under the planning process, they were also limited only into the city area of a upazilla just like the conventional practices by others planning agencies (UDD 2012).

বর্তমান সরকার বাংলাদেশের প্রশাসনিক পুনর্গঠনকে মাথায় রেখে সরকারী নীতি নির্ধারনের সময় উপজেলা সমুহকে প্রশাসনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর হিসেবে চিহ্নিত করে। একই সাথে প্রশাসনিক সেবা, নাগরিক সুবিধা তথা উন্নয়নকে গ্রামের মানুষের দোর-গোড়ায় পৌছে দেবার প্রক্রিয়া শুরু করে যা প্রতিফলিত হয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেখানো "আমার গ্রাম আমার শহর" এই স্বপ্নে। সে স্বপ্নকে অগ্রগামী করার লক্ষ্যে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর " ১৪ উপজেলার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুতিকরণ" নামে একটি প্রকল্প পরিচালনার উদ্যোগ নেয় যা কিনা বাংলাদেশের ইতিহাসে অখন্ড উপজেলা ভিত্তিক পরিকল্পনার একটি প্রথম উদ্যোগ (ইউডিডি, ২০১৫)।

Considering the administrative reorganization of Bangladesh, the present government has identified the upazilas as the most important level of administration during the formulation of government policy. At the same time, they have started the process to deliver the administrative services, citizen facilities, in one word the development to the doorstep of each village people. Which has been reflected into the vision of Prime minister Sheikh Hasina, " My Village My Town", "আমার গ্রাম আমার শহর" in Bengali. To pursue this vision, the Urban Development Directorate (UDD) has taken initiative to set up a project called "14 Upazila Development Plan" which is the very first initiative of the unified upazila based planning in the history of Bangladesh.

২.২ প্রচলিত পরিকল্পনা প্রক্রিয়া
2.2 Conventional Planning Process

পঞ্চাশ দশকের শেষ দিকে বাংলাদেশে বিভিন্ন নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ যে সকল মহানগর কেন্দ্রীক পরিকল্পনা কার্যক্রম শুরু করে তার অধিকাংশই ব্রিটিশ 'মাস্টার প্ল্যান' শৈলীতে প্রস্তুতকৃত; যা আশির দশকে রূপায়ন ব্যাতিরেখেই মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে পড়ে। একই সাথে অঞ্চলভিত্তিক নগর সমস্যার বিচিত্র ও পরিবর্তনশীল প্রকৃতির কারনে আন্তর্জাতিক ভাবে জাতিসংঘ এবং পরিকল্পনাবিদদের কাছে 'মাস্টার প্ল্যান' ধারনার স্বামর্থ্য ভীষনভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হয়। নব্বই এর দশক থেকে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা এবং পরামর্শকরা বাংলাদেশের পরিকল্পনা সংস্থা সমুহের পরিকল্পনা শৈলীকে 'নীল মুদ্রণ পরিকল্পনা' থেকে 'প্রক্রিয়াগত পরিকল্পনা'-য় বদলাতে চায় কিন্তু অনুকুল পরিবেশের অভাবে সেদিকটা এখনও পিছিয়ে আছে (চৌধুরী,২০১০)।

In the late fifties, most of the metro centered planning activities by various urban development authorities of Bangladesh, were prepared in the British 'master plan' approach which had become expired during the 80s. At the same time, due to the diverse and variable nature of the region-based city problems, the ability of 'master plan' ideas was widely questioned by the UN and planners of the international arena. Since the 90s, various international donor agencies and consultants have been trying to change the planning approach of Bangladesh's planning agency from 'blueprint plan' to 'process plan'. But due to lack of a favorable environment, that change is still lagging behind.

ব্রিটিশ 'মাস্টার প্ল্যান' মুলত একটি সংবিধিবদ্ধ পরিকল্পনা যা একটি শহর বা নগর কেন্দ্রের ভুমি ব্যাবহারকে কতকগুলো রাস্তা ও যোগাযোগ মাধ্যম এবং পানি সরবরাহ, বিদ্যুৎ সরবরাহ ও বর্জ্য ব্যাবস্থাপনারসাথে সংযুক্ত করে। র‍্যাডক্লিফ (১৯৭৮) এর লেখনিতে পাওয়া যায়, শহুরে সমস্যা গুলোকে শুধুমাত্র জরিপ, স্থাপত্য ও প্রকৌশল পেশাজীবির মাধ্যমে সমাধান করতে গিয়ে 'মাস্টার প্ল্যান' যে শুধুই অবকাঠামোগত সমাধান প্রদান করতে সমর্থ্য; তা তার বিভিন্ন উপাদান যেমন ভুমি ব্যাবহার মানচিত্র, অঞ্চল বিভাজন, জনসংখ্যার ঘনত্ব নিয়ন্ত্রন, ইমারত নির্মাণ প্রবিধান এবং পরিকল্পনা মান নিয়ন্ত্রন নীতি ইত্যাদি দ্বারা বোধগম্য হয়। একই সাথে মাস্টার প্ল্যান গুলোতে জনসংখ্যার যে অভিক্ষেপ চিন্তা করে পরিকল্পনা করা হয়েছিল তা জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারনে পরিবর্তিত হয়ে সহনশীল অংকের চেয়ে অনেক উর্দ্ধে চলে যায় এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। উপযুক্ত আইনি ব্যাবস্থাপনা, নীতি নির্ধারন ও প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্যের অভাব, আইন প্রয়োগকালীন ব্যার্থতা, দায়িত্ব বিভাজন সমস্যা, প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়হীনতা, সম্পদের স্বল্পতা, সচেতনতার অভাব এবং অভিক্ষেপ নির্ধারনে ব্যার্থতার কারনে 'মাস্টার প্ল্যান' গুলো অকার্যকর হয়ে পড়ে (চৌধুরী,২০১০)।

The British 'master plan' is basically a statutory plan which connects the use of land in a city or city center with some roads and communications and water supply, electricity supply and waste management. According to the writing of Radcliffe (1978), solving urban problems only through survey, architectural and engineering professionals, 'master plan' is only able to provide infrastructural solutions. This fact is understandable by its various components such as land use map, zonal division, population density control, building construction regulations and planning standard control policies. At the same time, in the master plans the projection of population was considered during planning, that has moved far beyond tolerant levels due to social, economic and political reasons at national, regional and local level. As a result, it has become impossible to implement the plan. The 'master plan' became ineffective due to lack of proper legal management, policy making and lack of institutional capacity, law enforcement failure, undefined responsibility, lack of institutional co-ordination, lack of resources, lack of awareness and projection (Chowdhury, 2010).

আশির দশকে দাতা সংস্থার অনুদানে শুধুমাত্র ঢাকার কৌশল গত পরিকল্পনা করতে দেখা যায় যার মধ্যে কর্ম সংস্থান, ভৌত অবকাঠামো, ভুমি, যোগাযোগ ব্যাবস্থা, আবাসন ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে নিতিমালা প্রণয়ন করা হয় এবং সেগুলো সাধারণ নীতিমালা ও ভৌত পরিকল্পনা নীতিমালার সাথে সমন্বিত করা হয়। কিন্তু সরকার ও রাজনীতির পরিবর্তন, প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে বিচ্যুতি, বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষের অনুপস্থিতি এবং আইনসম্মত পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে সেই সব কৌশলগত পরিকল্পনা কখনোই আলোর মুখ দেখেনি (চৌধুরী,২০১০)। পরবর্তীতে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে নগর পরিকল্পনায় আনা হয় কিছু পরিবর্তন। সেসময় নগর পরিকল্পনাকে তিন স্তরে বিন্যস্ত করার উদ্যোগ নেয়া হয়; যেগুলোকে গঠন পরিকল্পনা, মহা পরিকল্পনা এবং বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা নামে আখ্যায়িত করা হয় (চৌধুরী,২০১০)। কিন্তু মধ্যবর্তী মহা পরিকল্পনার স্তরটি ব্রিটিশ মাস্টার প্ল্যান এর আদলেই পরিকল্পনা করা হয় যা কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার কারনে আঞ্চলিক বিভিন্ন প্রভাবকের সাথে সমন্বিত হয়ে উঠতে পারেনি।

In the 1980s, only the strategic plan of Dhaka was proposed by donor agencies in which policies included creation of job, physical infrastructure, land, communication, housing and health issues. And these have been integrated with the general policies and physical planning policies. But the changes in government and politics, deviations from the current economic system, the absence of implementation authority and lack of legal patronage, this strategic plan never saw the face of light (Chowdhury, 2010). Later, in the beginning of the twentieth century, some changes were made in the city planning system. At that time, initiatives were taken to organize a three tired city planning system in terms of structure plan, master plan and detailed area plan (Chowdhury, 2010). But the intermediate master plan of this system was designed according to the British Master Plan, which could not be integrated with regional influences due to lack of concern of respective

প্রচলিত পরিকল্পনা পদ্ধতি অবলোকনে এটি স্পষ্ট যে, এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে মানব বসতি পরিকল্পনার দেশজ কোন পদ্ধতি বিকশিত হতে পারেনি। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের চলে যাবার পরেও পশ্চিমা নিয়মাবলীর সংমিশ্রন চলতে থাকায় ঐতিহ্যগত পরিচালনা পদ্ধতি হারিয়ে যায় (খান, স্বপন, ২০১৩)। এরই ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন সংকটময় অবস্থা থেকে উত্তরনের জন্য বারংবার দেশের পরিকল্পনা সংস্থা গুলি পশ্চিমাদের থেকে আমদানীকৃত পরিকল্পনা প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে (খান, স্বপন, ২০১৩); যা দেশের নিজস্ব পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার সাথে সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতা ও স্থান ভিত্তিক প্রাসঙ্গিক জ্ঞান মিশ্রনে বাধার সৃষ্টি করে এবং তা দেশজ পদ্ধতি গঠনের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

authority. From the review of conventional planning process it is clear that , no contextual method of human settlement planning could be developed in Bangladesh. Even after the departure of British colonists, the traditional management system was lost due to the combination of Western regulations (Khan, Swapan, 2013). In continuation of this, the planning agencies of the country have repeatedly become dependent on the imported techniques of planning from the West to address urban crisis (Khan, Swapan, 2013); which ingored cultural sensitivity and place-based contextual understanding and it became a barrier to the formation of contextual planning method.

২.৩ নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর এর উদ্যোগ সমুহ
2.3 UDD Initiatives

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর গুরুত্ব দেয় সামাজিক-অর্থনৈতিক গবেষণালব্ধ জ্ঞান সৃষ্টি এবং সুনির্দিষ্ট প্রাসঙ্গিক জ্ঞান ও দক্ষতার দিকে। এছাড়াও এই অধিদপ্তর নতুন এবং বিদ্যমান নগর ও গ্রাম এলাকায় শিক্ষায়তন-সংস্থার যৌথ সহযোগীতার মাধ্যমে জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ে সংবেদনশীল সামাজিক-অর্থনৈতিক ও স্থানীক-ভৌত উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকল্পে কাজ করে চলেছে (ইউডিডি, ২০১৭)। বাংলাদেশের বিভিন্ন পরিকল্পনা সংস্থা সমুহ যেখানে এখনও আমদানীকৃত 'নীল মুদ্রণ পরিকল্পনা' পদ্ধতিতে কাজ করে যাচ্ছে সেখানে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর 'নমনীয় গঠন পরিকল্পনা' প্রক্রিয়ার প্রচলন করেছে যা শুধু মাত্র একটি এলাকা ভিত্তিক উন্নয়ন কৌশল নয় বরং জাতীয় উন্নয়ন কৌশলের সাথে সামঞ্জস্যতা বজায় রাখে। একই সাথে গতানুগতিক পদ্ধতিকে প্রতিস্থাপন করে আধুনিক পদ্ধতিতে (ত্রিমাত্রিক ছবি ও আলোক চিত্র) জরিপ করণ, ডিজিটাল পদ্ধতিতে আর্থ-সামাজিক অবস্থার জরিপ করণ, অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার প্রচলনের মাধ্যমে জনগণকে পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট করণ এবং বিস্তারিত পরিবহন, জলানুসন্ধান ও ভূ-তত্ব, প্রকৌশল, পরিবেশবিদ্যা সহ বিভিন্ন জ্ঞানের শাখাকে অংশীভুত করে পরিকল্পনা কার্যক্রমের মাধ্যমে "১৪ উপজেলার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুতিকরণ" প্রকল্পটিকে অগ্রগামী করছে।

The Urban Development Directorate (UDD) emphasizes the creation of socio-economic research based knowledge and specific relevant knowledge and skills. In addition, this department is working on the project of sustainable socio-economic and spatial-physical development plans at national, regional and local levels through joint collaborations with several educational institutions in new and existing urban and rural areas (UDD,2017). While the various planning organizations of Bangladesh are still working on the imported 'blueprint plan' system, UDD has introduced the 'Flexible Structure Planning' process, which maintains consistency not only with area-based development strategy but also with the national development strategy. It brings the "Preparation of Fourteen Upazila Development Plan" project forward by replacing the conventional system and conducting surveys with digital instruments (measured in the three-dimensional picture and photographic images), surveying socio-economic conditions through digital communication, involving people with the planning process through participation at the same time.

পূর্ববর্তী পরিকল্পনা পদ্ধতিতে যেখানে সর্বোচ্চ তিনটি পরিকল্পনার স্তরের প্রচলণ পাওয়া যায় সেখানে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর পাঁচ-স্তর বিশিষ্ট পরিকল্পনা প্রস্তুতিকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। সেই পাঁচটি স্তর যথাক্রমে উপ-আঞ্চলিক পরিকল্পনা, গঠন পরিকল্পনা, শহর এলাকা পরিকল্পনা, গ্রাম এলাকা পরিকল্পনা এবং কর্ম এলাকা পরিকল্পনা। উপ-আঞ্চলিক পরিকল্পনা একটি দীর্ঘ মেয়াদী নির্দেশক নীতিমালার পরিকল্পনা। উপ-আঞ্চলিক পরিকল্পনায় জাতীয় নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে উপজেলার জন্য ২০ বছর মেয়াদী নির্দেশক নীতিমালা প্রস্তুত করা হয়েছে যা উপজেলার আঞ্চলিক চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের সংশ্লেষে বিস্তৃতি-ভিত্তিক নীতি নির্ধারণের মাধ্যমে উপজেলার বৃদ্ধি সম্পর্কে দিক নির্দেশনা প্রদান করে। অন্যদিকে গঠন পরিকল্পনা একটি বড় পরিসরের ভুমি ব্যাবহার পরিকল্পনা যা ভুমির উপযুক্ততা বিশ্লেষনের মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয়েছে। এই গঠন পরিকল্পনা বৃটিশ পরিকল্পনা শৈলী হতে উদ্ভুত, কিন্তু তবুও আন্তর্জাতিক ভাবে এখনও এর গ্রহণ যোগ্যতা রয়েছে বলে এই অধিদপ্তরের পরিকল্পনাবীদরা মনে করেন। তবে প্রতিটি গঠনগত অঞ্চলের সাথে প্রয়োজনীয় নীতি কাঠামো প্রদান করা হয়েছে যা পুরোনো পদ্ধতির সাথে এর গ্রহণযোগ্যতাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। পরিকল্পনার পরবর্তী স্তর শহর এলাকা পরিকল্পনা, যেখানে উপজেলার বিদ্যমান শহর উন্নয়নের জন্য ১০ বছরের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন মধ্য-মেয়াদী কৌশল পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন, সহায়ক মানচিত্র, অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদন, পরিকল্পনার নিয়মাবলী, ও বহু-ক্ষেত্রীয় বিনিয়োগ কর্মসুচি এতদসঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া ২০ বছর মেয়াদী গ্রাম এলাকা পরিকল্পনাতে শহর এলাকা পরিকল্পনার সকল উপাদান রাখা হয়েছে, কিন্তু অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদন এর স্থানে সংরক্ষন ও ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদন সংযুক্ত করা হয়েছে। উন্নয়ন পরিকল্পনার সর্বশেষ স্তরে রয়েছে কর্ম এলাকা পরিকল্পনার প্রস্তাব যা ৫ বছর অন্তর অন্তর জনগনের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধির মাধ্যমে প্রস্তুত করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

In the previous planning process, where the maximum three tier plans were available, the Urban Development Directorate took the initiative to prepare a five-tier plan. Those five tiers are sub-regional plan, structure plan, urban area plan, rural area plan, and action area plan. Sub-regional plans containing long-term indicator policies. In the sub-regional plan, the 20-year guidelines for the Upazilas are being prepared in conformity with the national policy, which provides guidelines for the growth of the Upazilas by defining broad-based policies in the synthesis of the regional characteristic of the Upazilas. On the other hand, structure planning is a large-scale land use plan that is prepared by analyzing the groundwork. This plan emerged from the British planning style, however the planners of this department think that internationally this plan still has acceptance. However, with each structured region, the necessary policy framework is provided, which increases its acceptability with the old method. The next level of planning is the urban area plan, where the interim mid-term strategy is planned for the development of the existing city for up to 10 years, and the informative report, helpful maps, interim management reports, planning rules, and multi-sectoral investment programs are also added. In addition, all the components of the city area plan are kept in the 20-year-old village area plan, but the conservation and management reports are attached with the interim management report. At the last stage of the development plan, the action area plan is to be prepared which has been suggested to be reviewed after every 5 years with the consideration of people's need and demand.

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের উদ্যোগে অখন্ড উপজেলা পরিকল্পনা; প্রচলিত পদ্ধতির প্রতিস্থাপনে একটি সময়োপযোগী উদ্যোগ। এই প্রকল্পে গ্রাম এলাকা যেভাবে পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় স্থান পেয়েছে তা মানব বসতির অতীত বিভাজনকে অনেকাংশেই কমিয়ে আনবে। এই প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান ওয়ার্ড সীমানা ও ইউনিয়ন সীমানার উপর ভিত্তি করে শহর ও গ্রাম এলাকার সীমানা হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে। কিন্তু অতীতের সীমানা নির্ধারণ পদ্ধতি অসংবেদনশীল ও অসচেতন

Integrated Upazila planning by the Urban Development Directorate is a timely initiative to replace the conventional method. Regarding the manner in which the rural areas have been included in the planning process, in this project will greatly reduce the past division of human habitation. In this process, the existing wards and unions have been set as boundaries of the city and village areas respectively. But the process of setting up

ভাবেই তৎকালীন বিদ্যমান মানব বসতি গুলিতে বিভাজন তৈরী করেছিল। তদানুযায়ী যদি নীতিমালা প্রণয়ন ও ভিন্ন ভিন্ন কর্মএলাকার প্রস্তাব করা হয় তাহলে তা অখন্ড উপজেলার সামগ্রিক উন্নয়নের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে। বর্তমান সময়েও জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রভাবে শহরের ক্রমবর্ধমান এলাকা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তথাকথিত ওয়ার্ড সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থাকেনা, এমনকি গ্রাম এলাকাতেও গ্রাম গুলির প্রবৃদ্ধি তার নির্ধারিত এলাকার বাইরে বিস্তৃত হতে দেখা যায়। এমতাবস্থায় রুপান্তর প্রক্রিয়ায় থাকা শহর ও গ্রামের এলাকা গুলি প্রস্তাবিত নীতিমালার আওতাধীন করা দুরূহ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অতীতেও ব্রিটিশ "মাস্টার প্ল্যান" শৈলিতে পরিকল্পিত নগর গুলিতে একই ধরনের সমস্যার উদ্ভব হতে দেখা গেছে। কারণ 'মানব বসতি'র দৃষ্টি ভঙ্গীতে দেখলে, বসতির একটি অংশকে সরাসরি শহর ও অপর অংশকে গ্রাম বলার কোন অবকাশ নেই। সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনে মানুষ উভয় এলাকার উপরেই নির্ভরশীল এবং তার প্রভাবে গ্রাম ও শহরের মাঝে ক্রমবর্ধমান মিথষ্ক্রিয়া প্রকট ভাবেই বিদ্যমান। কিন্তু অতীতে পরিকল্পনা প্রক্রিয়া গুলোতে উন্নয়ন কৌশল হিসেবে সেই মিথষ্ক্রিয়াকে কখনোই প্রাধান্য দেয়া হয়নি অথচ তার প্রভাব শহর ও গ্রাম গুলিতে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী এদেশের সকল জনগনের নাগরিক সুবিধা পাবার যে অধিকার রয়েছে তা শুধু মাত্র পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার ত্রুটি এবং উপযুক্ত স্থানে প্রয়োজনীয় নীতিমালার অভাবে তা আপামর জনসাধারনের কাছে পৌছতে পারেনা। তাই নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপজেলা পরিকল্পনা প্রকল্পে শহর ও গ্রামের ক্রমবর্ধমান এলাকা গুলিকে পরিকল্পনার আওতায় এনে অবিভাজিত মানব বসতি পরিকল্পনার দিকে এগিয়ে নিলে দেশের উন্নয়নকে আদতেই সামগ্রিক ও সংবেদনশীল রূপ দেয়া সম্ভব হবে।

boundaries of the past was dissonant and unconsciously created divisions into existing human habitations. If the policy and different action area will be developed by conventional planning, it will create an obstacle to the way of the overall development of integrated Upazila. At present, due to population growth and capitalist economy, the growing areas of the city are mostly not confined to the so-called ward boundaries, even in rural areas, the growth of villages can be seen spreading beyond their respective areas. In such a situation, the city and village areas which are into the process of conversion can be difficult to be brought under the proposed policy. In the past, there were similar problems arising from the planned urban developments in the British "master plan" approach. Because in the 'human settlement' perspective, there is no room for a part of the settlement to be addressed as the city and the other part as the village. For social and economic needs, people are dependent on both areas and due to its influence, there is a growing interaction between village and city. But in the past, the interaction has never been preferred as a development strategy in the planning process where there is no way to deny its influence in cities and villages. According to the Constitution of Bangladesh, although all the citizens of this country have the right to have the benefits of development, but only for the absence of necessary policies at appropriate place and defective planning process, it cannot reach to the public inclusively. So, if in the Upazila Planning Project of the Urban Development Directorate, the growing areas of the city and the villages can be brought under the same planning process and advised towards the integrated human settlement plan, it will be possible to bring the development of the country into an integrated and sustainable formation.

৩য় অধ্যায়
Chapter Three

মানব বসতি উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে ভাবনাগত অবস্থান
Positioning Thoughts on Human Settlement Planning

৩ মানব বসতি উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে ভাবনাগত অবস্থান

৩.১ বিশ্বব্যাপী নীতিমালার পরিপ্রেক্ষিত ২৯

৩.২ অবিভাজিত গ্রাম ও শহর সম্বন্ধিয় অনুচিন্তন ৩৩

৩.৩ ক্রমবর্ধমান গ্রাম ও শহরের প্রাসঙ্গিক অনুঘটকসমূহ ৩৭

3 Positioning Thoughts on Human Settlement Planning

3.1 Global Policy Perspectives 29

3.2 Reflections on Rural-Urban Continuum 33

3.3 Contextual Dynamics of Rural-Urban Transition 37

মানব বসতি উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে ভাবনাগত অবস্থান
Positioning Thoughts on Human Settlement Planning

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা নীতিতে নগর ও গ্রামের আন্তঃসংযোগকে কখনওই সংবেদনশীলতার সাথে উপলব্ধি করা হয়নি এবং অখণ্ড এলাকা সমুহের মাঝে কৃত্রিম পার্থক্য তৈরী করার জন্য তথাকথিত 'নগর' ও 'গ্রাম' এই দুইটি শব্দকে উন্নয়ন নীতিমালায় অন্যায্যভাবে ব্যাবহার করা হয়েছে। কিন্তু জাতি সংঘের মানব বসতি সম্মেলনের উন্নয়ন আলোচনায় বর্ধিত জনসংখ্যা এবং অভিবাসন সমস্যাকে সম্বোধন করতে গিয়ে ১৯৭৬ সাল থেকে নগর বা গ্রাম এর স্থলে 'মানব বসতি' ব্যাবহার করে উন্নয়ন আলোচনার কেন্দ্রে 'মানব বসতি' শব্দ প্রচলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় (ওডিআই,১৯৭৭)। 'মানব বসতি' ধারনাটি একই সাথে সামাজিক ও ভৌত ধারণা থেকে একটি জনগোষ্ঠী এবং তার আবাসস্থলকে নিয়ে আলোচনা করে। এই ধারণাটি একই সাথে এটিও স্পষ্ট করে যে বসতি শুধু মাত্র রাস্তা, বাড়ি-ঘর, বিভিন্ন অবকাঠামো ও পরিবেশই নয় বরং তা কতকগুলো অবিচ্ছিন্ন সামাজিক সম্পর্কের সমষ্টিরও আধার। তাই শহর ও গ্রামের তথাকথিত বিভক্তি প্রতিস্থাপনে উপজেলার উন্নয়নকে মানব বসতির দৃষ্টিকোণ থেকে সামগ্রিক রূপদানের চেষ্টাই অপেক্ষাকৃত যুক্তিযুক্ত।

“টেকসই উন্নয়ন” পরিভাষাটি উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে একটি আকর্ষনীয় বুলি হিসেবে উদিত হয়েছে, যেটিকে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা তথা পরিকল্পনাবিদরা ব্যবহার করে থাকে মানব বসতি উন্নয়নের আধুনিক দৃষ্টান্ত হিসেবে। বহুল ব্যাবহৃত টেকসই উন্নয়নের ধারনাটি নেয়া হয় ব্রান্ডল্যান্ড প্রতিবেদনঃ 'আমাদের সার্বজনীন ভবিষ্যত' থেকে; যেখানে বলা হয়, “টেকসই উন্নয়ন ভবিষ্যত প্রজন্মের প্রয়োজনকে বিপদগ্রস্থ না করে বর্তমান সময়ের প্রয়োজনকে পূরণ করে” (ক্যানিজারো, ২০১০)। এই প্রতিবেদন পরবর্তী টেকসই উন্নয়নের পদক্ষেপ সমুহে বিভিন্ন প্রভাবশালী পদ্ধতির প্রচলন শুরু হতে দেখা যায় যেখানে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত স্বার্থ অর্জনের জন্য প্রতিযোগীতামুলক দন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। এই প্রতিযোগীতা মুলক দৃষ্টিভঙ্গী গুলোকে ব্যাখ্যা করার জন্য ক্যাম্পবেল 'পরিকল্পকের ত্রিভুজ' এর ছাঁচ প্রস্তাব করে যার তিনটি প্রধান স্তম্ভ হচ্ছেঃ অর্থনীতি, পরিবেশ ও সাম্যভাব এবং প্রতিটি স্তম্ভের বৈশ্বিক প্রতিনিধিরা অনুরূপ স্বার্থ, লক্ষ্য ও দৃষ্টিভঙ্গী প্রচার করে থাকে (ক্যাম্পবেল, ১৯৯৬)। স্বার্থ ও দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতার কারনে প্রতিটি স্তম্ভের প্রতিনিধিরা ত্রিভুজের বিভিন্ন প্রতিচ্ছেদে ভিন্ন ভিন্ন দন্দ্ব তৈরী করে, যা আপোসের মাধ্যমে কমিয়ে আনা সম্ভব। সামাজিক সাম্যভাবের একদিকে যেমন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে তৈরী হয় মালিকানা ভিত্তিক দন্দ্ব অন্যদিকে পরিবেশ সংরক্ষনের সাথে তৈরী হয়

In the international context, urban and rural interconnection has always been poorly understood in different country's development planning policies. In order to make an artificial difference between the integrated areas, the terms 'city' and 'village' were used unreasonably in the development policies. But in the development discussion of the United Nations Human Settlement Conference for addressing the increased population and migration problem, since 1976 the decision to introduce 'human habitation' in the center of development negotiation using 'human settlement' as a term (ODI,1971). The concept of 'human settlement' simultaneously discusses the social and physical concepts of a population and its habitat. At the same time, this concept also clarifies that settlement is not only about roads, homes, infrastructure, and environment, but also an entity of human's emotional, cultural, and social relationships. So regarding the so-called urban-rural dichotomy, it is more reasonable to approach the overall development of the Upazilas from the perspective of human settlement.

The term "sustainable development" has emerged as an attractive tool in terms of development, which is used by various government and non-governmental organizations (planners) as a modern paradigm for human development. The most widely used sustainable development idea is taken from Brand land Report: 'Our Common Future'; where it is said, "sustainable development fills the needs of the present times without risking future generations" (Canisaro, 2010). Various influential approaches have been introduced in the next sustainable development steps of this report where competing challenges are seen to achieve social, economic and environmental interests. To explain these competition fundamentals Campbell proposes the framework of 'planner's triangle'. It has three main pillars: economy, environment, and equity. The global representatives of each pillar promote similar interests, goals, and